[২০১৮] ৯ এস. সি. আর. ৯৫৯

সুরেশ এবং আরেকজন

বনাম

হরিয়ানার রাজ্য।

(২০১২ সালের ফৌজদারি আপিল নম্বর ১৪৪৫-১৪৪৬)

২১শে আগস্ট, ২০১৮

[এন.ভি রমনা এবং মোহন এম শান্তনগৌদার, বিচারপতিদ্বয়]

দণ্ড বিধি ১৮৬০: ধারা ৩০২ সহ পঠিত ধারা ৩৪- খুন -পরিবেশগত প্রমাণ - রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা - নির্বাচনের দিন ঘটনা – রাষ্ট্রপক্ষ মামলা ছিল যে ভুক্তভোগী - মৃত পরাজিত প্রার্থীর নির্বাচনী প্রতিনিধি ছিলেন - অভিযুক্ত এ-১এবং এ-২, হেরে যাওয়া প্রার্থীর উভয় সমর্থক মৃতের বাড়িতে এসেছিলেন এবং তাকে এই অজুহাতে তাদের সাথে যেতে বলেছিলেন যে হেরে যাওয়া প্রার্থীকে একটি ফৌজদারি মামলায় মিথ্যাভাবে জড়িত করা হয়েছিল এবং তাই তারা বিজয়ী প্রার্থীকে একটি পাল্টা মামলায় মিথ্যাভাবে জড়িত করবে - পথে, এ-৩ তাদের সাথে যোগ দেয় -ভোর ৪ টায়, পিডব্লিউ-১৪ পরিবহনের জন্য অপেক্ষা করার সময় এ -১ থেকে এ -৩ এবং মৃত ব্যাক্তি অটো রিক্সায় যাচ্ছিলেন - মৃত ব্যক্তিকে পরিত্যক্ত বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয় যেখানে তাকে এ -১ এবং এ-২ গুলি করে হত্যা করে- এরপর এ -১এবং এ-২ মৃত ব্যক্তিকে হাসপাতালে নিয়ে যায় যেখানে তার মৃত্যু হয় - এ-২ এফআই আর দায়ের করেছে যেখানে বলা হয়েছে যে তারা যখন হেঁটে যাচ্ছিল, তখন বিজয়ী দলের সদস্যরা তাদের লক্ষ্য করে গুলি চালায় যা ভুক্তভোগীর শরীরে লাগে - ঘটনার দশ দিন পর, সকল অভিযুক্ত-আপিলকারীরা পিডব্লিউ-১৬ এর সামনে তাদের দোষ স্বীকার করেছেন - বিচারিক আদালত অভিযুক্তদের দোষী সাব্যস্ত করেছে - হাইকোর্ট ট্রায়াল কোর্টের আদেশ বহাল রেখেছেন - আপিলের উপর, সিদ্ধান্তঃ

এটি সুস্পষ্ট যে পরিস্থিতিগত প্রমাণের মামলায় উদ্দেশ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক - এই ক্ষেত্রে, এটা বিশ্বাসযোগ্য নয় যে অভিযুক্তরা বিজয়ী প্রার্থীর ছেলের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করার উদ্দেশ্যে তাদের নিজের ব্যক্তিকে হত্যা করবে - মৃত ব্যক্তির স্ত্রীর বক্তব্যে উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে, যা তার বক্তব্যকে অবিশ্বাস্য এবং সন্দেহজনক করে তুলেছে - মৃত ব্যক্তির স্ত্রীর চুপ থাকা এবং তার স্বামীকে অভিযুক্তের সাথে যেতে বাধা না দেওয়া - যদিও সে জানে যে তার স্বামীকে কাউকে গুলি করার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, - এই আচরণটি স্বাভাবিক মানবিক আচরণের সাথে খাপ খায় না যা আত্মবিশ্বাস জাগায় – এখানে কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছিল না যার ফলে রাষ্ট্রপক্ষ স্পষ্টভাবে প্রমাণ করতে পারে যে অভিযোগ অনুসারে মৃত ব্যক্তিকে পরিত্যক্ত বাড়িতে গুলি করা হয়েছিল - সুতরাং, প্রসিকিউশন যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বাইরে তাদের মামলা প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি - দোষী সাব্যস্ত করা বাতিল।

সাক্ষীঃ সম্ভাবনাময় সাক্ষী – প্রমাণমূল্য – সিদ্ধান্তঃ সাধারণত, যে সাক্ষী যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রাসঙ্গিক সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে তার উপস্থিতি ব্যাখ্যা করেন, তাকে বিবেচনায় নেওয়া যেতে পারে এবং যথাযথ সম্মান দেওয়া উচিত, যদি তার বক্তব্য আস্থা জাগায় এবং পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি দ্বারা সমর্থিত হয় - একজন কাকতালীয় সাক্ষীর সাক্ষ্যের জন্য অত্যন্ত সতর্কতা এবং নিবিড় পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন - ঘটনাস্থলে তার উপস্থিতি যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে - ঘটনাস্থলে উপস্থিতি সন্দেহজনক থাকলে, এমন একজন 'আকস্মিক সাক্ষীর জবানবন্দি বাতিল করা উচিত।

সাক্ষী: আগ্রহী সাক্ষী - যদিও এটা সুনিশ্চিত যে শুধু মৃত ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক একজন সাক্ষীকে অসম্মান করার জন্য যথেষ্ট হবে না তবে, তাৎক্ষণিক মামলায়, মৃতের স্ত্রী অভিযুক্তের সাথে পূর্ব শত্রুতার কারণে একজন আগ্রহী সাক্ষী ছিলেন - অতএব, তার প্রমাণগুলি একই জিনিসের উপর নির্ভর করার জন্য আত্মবিশ্বাসকে অনুপ্রাণিত করেনি - দণ্ডবিধি, ১৮৬০ – ধারা ৩০২ সহ পঠিত ধারা ৩৪ ।

আপিল নিষ্পত্তি করে আদালতের সিদ্ধান্ত ঃ

১. পরিস্থিতিগত প্রমাণের ক্ষেত্রে আদালতকে বিদ্যমান প্রমাণ থেকে অনুমান করতে হয়, যা অভিযুক্তের দোষ প্রমাণের দিকে পরিচালিত হতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে, দোষের অনুমান সাধারণত মামলাটির সূচনা থেকে অপরাধ সংঘটনের পর্যায় পর্যন্ত প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে গঠিত হয়, যেখানে প্রতিটি প্রকৃত তথ্যসূত্র শেষ পর্যন্ত কোনো একটি ঘটনা বা তার অনুমানের উপর ভিত্তি করে থাকে। সুতরাং, আদালতকে প্রথমেই প্রকৃত ঘটনা চিহ্নিত করতে হয়, যাতে মামলাটি 'শৃঙ্খল সংযোগ তত্ত্ব' -এর পরিধির মধ্যে ফেলা যায় এবং তারপর দেখতে হয় যে, মামলাটি যথাযথ সন্দেহের অতীত পর্যায়ে প্রমাণিত হয়েছে কিনা। এটি সুপ্রতিষ্ঠিত যে, পরিস্থিতিগত প্রমাণের মামলায় উদ্দেশ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই মামলায় প্রেরণা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, কারণ এটি পরিস্থিতিগত প্রমাণের ওপর নির্ভরশীল এবং এখানে উদ্দেশ্য একটি মধ্যবর্তী ঘটনা/পরিস্থিতি হিসেবে কাজ করে। মৃত ব্যক্তিকে হত্যার উদ্দেশ্য ছিল বিজয়ী প্রার্থীর ছেলের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করা। যদি প্রকৃত উদ্দেশ্য মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়, তাহলে এটা বিশ্বাস করা বেশ অদ্ভুত যে, অভিযুক্তরা প্রতিশোধ নিতে নিজেদের সমর্থককেই হত্যা করল, যিনি পরাজিত প্রার্থীর সমর্থক ছিলেন। এমনকি যদি উদ্দেশ্যটি প্রমাণ করার জন্য নেওয়া হয়, তবে এটিও অভিযুক্তের দোষ প্রমাণ করার জন্য কেবল একটি পরিস্থিতি গঠন করে।

প্রকাশ বনাম রাজস্থান রাজ্য এ. আই. আর ২০১৩ এস. সি; [২০১৩] ২ এস. সি. আর. ৪৫৮; হনুমন্ত ও অন্যান্য বনাম মধ্য প্রদেশ রাজ্য এ. আই. আর ১৯৫২ এস. সি. ৩৪৩: [১৯৫২] এস. সি. আর. ১০৯১; শিবাজী জেনু মোহিতে বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য এ. আই. আর ১৯৭৩ এস. সি. ৫৫; অনন্ত চিন্তামন লাগু বনাম বোম্বে রাজ্য এ. আই. আর ১৯৬০ এস. সি ৫০০: [১৯৬০] এস. সি. আর ৪৬০; দেওন্দন মিশ্র বনাম বিহার রাজ্য এ. আই. আর ১৯৫৫ এস. সি ৮০১: [১৯৫৫] এস. সি. আর ৫৭০; গোবিন্দ রেড্ডি বনাম মহীশূর রাজ্য এ. আই. আর ১৯৬০ এস. সি ২৯; চরণ সিং বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য এ. টি. আর ১৯৬৭ এস. সি ৫২০; শরদ বর্ধিচাঁদ সারদা বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য, এ. আই. আর ১৯৮৪ এস. সি ১৬২২: [১৯৮৫] ১ এস. সি. আর. ৮৮ - উপর নির্ভর করা হয়েছে।

ময়ূর বনাম রাজা ১৩ সিএলআর ৬১৯-উল্লেখ করা হয়েছে।

টমাস স্টার্কির লেখা, "সাক্ষ্যের আইন এবং দেওয়ানি ও ফৌজদারি কার্যধারায় প্রমাণের সংক্ষিপ্তসার" (খণ্ড ১, ৪র্থ সংস্করণ, ১৮৭৬); "ভারতীয় প্রমাণের ভূমিকা আইন, ১৮৭২; ওয়াটনের ফৌজদারি প্রমাণ (১৯৫৫) - উল্লেখিত।

২. পিডব্লিউ-১৩ (মৃত ব্যক্তির স্ত্রী)-এর প্রমাণ দেখায় যে তার বক্তব্যের বস্তুগত উন্নতি হয়েছে, যা তার বক্তব্যকে অবিশ্বস্ত এবং সন্দেহজনক করে তোলে। জেরা চলাকালীন যে প্রতিহিংসাপরায়ণ বিবৃতি দেওয়া হয়েছিল, তা স্পষ্টভাবে তার সাক্ষ্যকে বিবেচনায় নিতে বাধা দেয়। কোনও বিতর্ক নেই যে স্ত্রী এবং অভিযুক্ত আপিলকারীদের মধ্যে পূর্ব শত্রুতা ছিল, যা তার বক্তব্যকে অবিশ্বস্ত করে তোলে। তার প্রমাণ থেকে জানা যায় যে, যদিও সে জানত যে তার স্বামীকে কাউকে গুলি করার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তবুও সে চুপ করে ছিল এবং তার স্বামীকে অভিযুক্তের সাথে যেতে বাধা দেয়নি। এইধরনের আচরণ সন্দেহজনক, কারণ এটি স্বাভাবিক মানবীয় আচরণের সঙ্গে খাপ খায় না এবং এতে কোনো বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরি হয় না।

যদিও এটি সুপ্রতিষ্ঠিত যে, কেবলমাত্র মৃতের আত্মীয় হওয়া একজন সাক্ষীকে অবিশ্বাস্য করে না, তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে এটি স্পষ্ট যে , অভিযুক্তের মধ্যে পূর্বের শত্রুতার কারণে স্ত্রী আগ্রহী সাক্ষী ছিলেন। সুতরাং, এই সাক্ষী বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে ব্যর্থ হয় এবং তার সাক্ষ্যের ওপর নির্ভর করা যায় না।

৩. সাধারণত, কোনো সুযোগসন্ধানী সাক্ষী , যিনি সংশ্লিষ্ট সময়ে উক্ত স্থানে উপস্থিত থাকার যৌক্তিক ব্যাখ্যা দিতে পারেন,

তার বক্তব্য বিচার্য হতে পারে এবং যদি তার বর্ণনা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় ও পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তবে তা যথাযথ গুরুত্ব পাওয়া উচিত। তবে, সুযোগসন্ধানী সাক্ষীর সাক্ষ্য অত্যন্ত সতর্ক ও গভীরভাবে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

পিডব্লিউ-১৪ ব্যাখ্যা করতে পারেননি কেন তিনি ভোর ৪:০০ টায় ব্রিস্টল কারাগারের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন, যখন গ্রামে যাওয়ার প্রথম বাস সকাল ৭:০০ টায় ছাড়ত, বিশেষ করে শীতের চরম আবহাওয়ার দিনে। তদ্ব্যতীত, এটা সন্দেহজনক যে এ –৩ একটি অটো-রিকশায় ভ্রমণের সময় প্রকাশ্যে বন্দুক প্রদর্শন করতেন। এছাড়া, এটি সন্দেহজনক যে, নিহত ব্যক্তি হিসারে নিহত হওয়ার কথা জানার পরও, পিডব্লিউ-১৪ কাউকে জানাননি যে তিনি সকালে অভিযুক্ত-আপিলকারীর সঙ্গে মৃত ব্যক্তিকে হিসারের দিকে যেতে দেখেছেন। প্রকৃতপক্ষে, এটি অবিশ্বাস্য যে উত্তর ভারতের প্রচণ্ড শীতের সময়, একজন ব্যক্তি ভোর ৪:০০ টায় এমন একটি বাসের জন্য অপেক্ষা করবেন, যা সকাল ৭:০০ টায় ছাড়ার কথা। এই সন্দেহজনক পরিস্থিতিগুলি পিডব্লিউ-১৪-এর সাধারণ বিশ্বাসযোগ্যতাকেপ্রশ্নবিদ্ধ করে। অতএব, এই আদালত এই সাক্ষীর সাক্ষ্যকে বিশ্বাসযোগ্য বলে গ্রহণ করতে পারে না।

সতবীর বনাম সুরাট সিং (১৯৯৭) ৪ এস. সি. সি ১৯২: [১৯৯৭] ২ এস. সি. আর ১; হরজিন্দর সিং বনাম পাঞ্জাব রাজ্য (২০০৪) ১১ এস. সি. সি ২৫৩; শঙ্করলাল বনাম রাজস্থান রাজ্য (২০০৪) ১০ এস. সি. সি ৬৩২; থাঙ্গাইয়া বনাম তামিলনাড়ু রাজ্য (২০০৫) ৯ এস. সি. সি ৬৫০: [২০০৪] ৬ সম্পূরক। এস. সি. আর ৭৮৬-নির্ভরশীল।

রে পেরিয়াস্বামী মূপান, এ আই আর ১৯৩১ ম্যাড. ১৭৭-অনুমোদিত

৪. পিডব্লিউ-১৬ বর্ণনা করেছে যে তিনজন অভিযুক্ত বাস স্টপে তার সাথে দেখা করেছিল যখন তারা পৃথকভাবে তাদের অপরাধ স্বীকার করেছিল। সহ-অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে এই অতিরিক্ত-বিচারগত স্বীকারোক্তি কেবলমাত্র তখনই বিচার্য হতে পারে, যদি মামলার নথিতে থাকা অন্যান্য স্বতন্ত্র প্রমাণ দ্বারা রাষ্ট্রপক্ষের মৌলিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।সহ-অভিযুক্তের স্বীকারোক্তি কেবল কোনও ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করার জন্য ব্যবহার করা যায় না, যখন আশেপাশের পরিস্থিতি অসম্ভব এবং সন্দেহ তৈরি করে।

হরিচরণ কুর্মি বনাম বিহার রাজ্য এ. আই. আর ১৯৬৪ এস. সি ১১৮৪: [১৯৬৪] এস. সি. আর ৬২৩-এর উপর নির্ভরশীল

৫. এফএসএল (FSL) রিপোর্টটি প্রমাণের একটি অংশ, যা দেখায় যে অপরাধটি হিসারের আদর্শ নগরের এক বাড়িতে সংঘটিত হয়েছিল

এবং এ-৩-এর ০.১৫ বোরের বন্দুকটি এর জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল।রাষ্ট্রপক্ষের উচিত ছিল এই প্রতিবেদনের প্রস্তুতকারককে জেরা করা, এবং তা না করা মামলার একটি গুরুতর ত্রুটি। উপরন্তু, ঘটনাস্থলে কোনও রক্ত বা পায়ের চিহ্ন পাওয়া যায়নি, যা পিডব্লিউ-৮-এর সাক্ষ্য থেকে স্পষ্ট। এমন কোনও সরাসরি প্রমাণ ছিল না যা রাষ্ট্রপক্ষকে স্পষ্টভাবে প্রমাণ করতে পরিচালিত করেছিল যে মৃত ব্যক্তিকে হিসারের আদর্শ নগরে গুলি করা হয়েছিল। এমনকি যে পরিস্থিতিগত প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে, তার মধ্যেও ব্যবধান রয়েছে। অভিযুক্তরা গ্রাম ছেড়ে যাওয়ার সময় এবং হিসারের হাসপাতালে অভিযুক্ত-আপিলকারীদের উপস্থিতির সময়ের মধ্যে একটি বড় ব্যবধান রয়েছে। না তো মধ্যবর্তী ঘটনা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে, না মামলাটি সম্পূর্ণভাবে যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের অতীত পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

লতেশ বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য এ. আই. আর ২০১৮ এস. সি ৬৫৯: [২০১৮] ১ এস. সি. আর ৭০৯-এর উপর নির্ভরশীল

কেস আইন রেফারেন্স

[১৯৬০] এস. সি. আর. ৪৬০	অনুচ্ছেদ ৩৩-এর উপর নির্ভর করেছিল
[১৯৫২] এস. সি. আর. ১০৯১	অনুচ্ছেদ ৩৫-এর উপর নির্ভর করেছিল
[১৯৫৫] এস. সি. আর. ৫৭০	অনুচ্ছেদ ৩৬ –এর উপর নির্ভর করেছিল
এ. আই. আর. ১৯৬০ এস. সি. ২৯	অনুচ্ছেদ ৩৬ -এর উপর নির্ভর করেছিল
এ. আই. আর. ১৯৬৭ এস. সি. ৫২০	অনুচ্ছেদ ৩৭-এর উপর নির্ভর করেছিল
[১৯৮৫] ১ এস. সি. আর. ৮৮	অনুচ্ছেদ ৩৮-এর উপর নির্ভর করেছিল
[২০১৩] ২ এস. সি. আর. ৪৫৮	অনুচ্ছেদ ৩৮ –এর উপর নির্ভর করেছিল
এ. আই. আর ১৯৭৩ এস. সি ৫৫	অনুচ্ছেদ ৪০-এর উপর নির্ভর করেছিল
[১৯৯৭] ২ এস. সি. আর. ১	অনুচ্ছেদ ৪৪-এর উপর নির্ভর করেছিল
(২০০৪)১১ এস. সি. সি. ২৫৩	অনুচ্ছেদ ৪৪ -এর উপর নির্ভর করেছিল
(২০০৪) ১০ এস. সি. সি. ৬৩২	অনুচ্ছেদ ৪৪-এর উপর নির্ভর করেছিল
[২০০৪] ৬ সাপ্লাই. SCR ৭৮৬	অনুচ্ছেদ ৪৪ এর উপর নির্ভরশীল
এ. আই. আর ১৯৩১ ম্যাড. ১৭৭	অনুমোদিত অনুচ্ছেদ 47
[১৯৬৪]এস. সি. আর. ৬২৩	অনুচ্ছেদ ৪৭ এর উপর নির্ভরশীল
[২০১৮] ১ এস. সি. আর ৭০৯	অনুচ্ছেদ ৫১-এর উপর নির্ভরশীল

ফৌজদারি আপিল এখতিয়ারঃ ২০১২ সালের ফৌজদারি আপিল নম্বর ১৪৪৫-১৪৪৬

চণ্ডীগড়ের পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের ০৩.০১.২০১২ তারিখের রায় এবং আদেশ থেকে, ফৌজদারি আপিল নং ১৫৭-ডিবি/২০০২ এবং ফৌজদারি আপিল নং ২৭৩-ডিবি/২০০২

সঙ্গে

২০১২ সালের ফৌজদারি আপিল No.১৪৫৮

শ্রীমতি অঞ্জনা প্রকাশ, সিনিয়র অ্যাড., ঋষি মালহোত্রা, রজত কাপুর, ডাঃ মনিকা গুসেইন, সি সলোমন, রাম কুমার ত্রিপাঠি, শ্রীমতী আমানদীপ কৌর, অনিল কুমার তান্ডালে, হিমাংশু গুপ্ত, কমল মোহন গুপ্ত, অ্যাড. উপস্থিত দলগুলির জন্য তাঁর সাথে।

বিচারপতি , এন. ভি. রমনা, দ্বারা 'আদালতের রায়টি প্রদান করা হয়েছিল

১। বিশেষ অনুমতির আবেদনের মাধ্যমে এই আপিলগুলি হাইকোর্টের দ্বারা আরোপিত দোষী সাব্যস্তকরণ এবং অন্যান্য ব্যক্তিদের ফলস্বরূপ খালাসের বিরুদ্ধে, যেমন বেগম রাজ ও ধরমবীরের পুত্র ধর্মপাল ও উমেদ সিং, যা পঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্ট দ্বারা ক্রি. আই-তে পাস করা হয়েছিল, তার বিরুদ্ধে শোভত সিং ও সুরেশ নামে দুই অভিযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা পেশ করা হয়। ২০০২ সালের আপিল নং ১৫৭-ডিবি, ২০০২ সালের ২৭৩-ডিবি, ২০০২ সালের ৯২০-এসবি, ২০০২ সালের ৭৫১-ডিবিএ এবং ক্রি. আই। ২০০৪ সালের সংশোধন নং ৯০৭। ঘটনাগুলি সম্পর্কিত এবং বিষয়গুলি অনুরূপ হওয়ায়, আমরা একটি সাধারণ রায় দ্বারা এই আপিলগুলি মোকাবেলা করতে চাই।

২. এই মামলাগুলির নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় কিছু তথ্য হল যে, 'সুন্দাওয়াস' গ্রামে '১৫.১২.১৯৯৪'তারিখে পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যেখানে দুই প্রধান প্রতিযোগী ছিলেন-মহা সিং এবং বেগ রাজের পুত্র ধর্মপাল। মৃত চন্দর ভান পরাজিত প্রার্থী মহা সিং-এর নির্বাচনী প্রতিনিধি ছিলেন। এটি উল্লেখ করা জরুরিযে, নির্বাচনের দিন সকাল ১১টার দিকে উভয় পক্ষের মধ্যে বন্দুকের গুলি সহ একটি ঝগড়া হয়েছিল, যার ফলে বেগ রাজের পুত্র ধর্মপালের (বিজয়ী প্রার্থী) সমর্থকরা আহত হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে, মহা সিং (পরাজিত প্রার্থী) এবং দরিয়া নামে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে **ভারতীয় দণ্ডবিধি, ১৮৬০** [যাকে সংক্ষেপে 'আইপিসি' বলা হয়] এর **৩০৭ ধারার সঙ্গে ৩৪ ধারার পাঠান্তরিত বিধান** এবং **অস্ত্র আইন, ১৯৫৯-এর ২৫ ও ২৭ ধারার অধীনে** এফআইআর নং ৭৩৩/১৯৯৪ দায়ের করা হয়।

৩. পরবর্তীতে, ১৫ ও ১৬ ডিসেম্বর ১৯৯৪-এর মধ্যবর্তী রাতে, ধরমপাল ওরফে ধরম (নানক রামের পুত্র) [অভিযুক্ত এ-১] এবং সোবত সিং [অভিযুক্ত এ-২], যারা পরাজিত প্রার্থী মহা সিং-এর সমর্থক ছিলেন, চন্দ্রভানের বাড়িতে আসেন

[বিচারপতি এন.ভি রমনা]

যেহেতু মহা সিং নির্বাচনে হেরে গিয়েছিলেন এবং একটি ফৌজদারি মামলায় জড়িত ছিলেন, তাই তাদের উচিত বেগ রাজের ছেলে ধর্মপালকেও মিথ্যাভাবে জড়িত করা, তার বিরুদ্ধে পাল্টা মামলা দায়ের করা। এই অজুহাতে, তারা চন্দর ভানের সাথে হিসারে যান। পথে, সুরেশ [অভিযুক্ত এ-৩] তাদের সঙ্গে যোগ দেন বলে ধারণা করা হয়।

৪. উমেদসিং, মাহী রামের পুত্র [পিডব্লিউ-১৪], ১৬.১২.১৯৯৪ তারিখে ভোর ৪:০০ টায় হিসারের বোরস্টাল জেলের কাছে যানবাহনের জন্য অপেক্ষা করার সময় এ-১, এ-২, চন্দ্রভান এবং এ-৩-কে একটি অটো-রিকশায় যেতে দেখেছিলেন। রাষ্ট্রপক্ষের বক্তব্য অনুযায়ী, তারা সবাই হিসারের আদর্শ নগরের একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে গিয়েছিল, যেখানে চন্দ্রভান (নিহত) উপরোক্ত অভিযুক্তদের দ্বারা গুলিবিদ্ধ হন।

৫. এরপর, এ-১ এবং এ-২ আহত চন্দ্রভানকে চিকিৎসার জন্য হিসারের সিটি সিভিল হাসপাতালে নিয়ে যান। এদিকে, অভিযোগ করা হয় যে, এ-৩ বন্দুকটি লুকানোর চেষ্টা করেন। নথি থেকে জানা যায় যে, ১৬.১২.১৯৯৪ তারিখে উক্ত হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার ২০ মিনিট পর চন্দ্রভান তার আঘাতের কারণে মারা যান।

৬. এরপর, অভিযুক্ত এ-২ হিসারের সদর থানায় গিয়ে বেগ রাজের পুত্র উমেদ সিং, বেগ রাজের পুত্র ধরমপাল [সরপঞ্চ] এবং ধরমবীরের বিরুদ্ধে চন্দ্রভানের মৃত্যুর অভিযোগ দায়ের করার জন্য যান। সেই অনুসারে, অভিযুক্ত এ-২-এর ভিত্তিতে ১৬.১২.১৯৯৪ তারিখে এফআইআর নং ৭৩৬/১৯৯৪ থানায় নথিভুক্ত করা হয়।

৭. অভিযুক্ত এ-২-এর বিবরণ অনুযায়ী, ১৬.১২.১৯৯৪ তারিখে ভোর প্রায় ৪:৩০ টায়, চন্দ্রভান (নিহত), এ-২ এবং এ-১ পায়ে হেঁটে চণ্ডীগড় যাচ্ছিলেন। সুন্দাবাস গ্রাম থেকে কয়েক কিলোমিটার অগ্রসর হওয়ার পর, তারা একটি জিপকে তাদের দিকে আসতে দেখেন। জিপের যাত্রীদের মধ্যে বেগ রাজের পুত্র উমেদ সিং চিৎকার করে বলেন যে শত্রুরা যাচ্ছে এবং মহা সিংকে নির্বাচনে সহায়তা করার জন্য তাদের শিক্ষা দেওয়া উচিত। এরপর, বেগ রাজের পুত্র ধরমপাল ও উমেদ সিং এবং ধরমবীর জিপ থেকে নেমে আসেন। বেগ রাজের পুত্র ধরমপাল, যার কাছে একটি পিস্তল ছিল, চন্দ্রভানের পেটে গুলি চালিয়ে পালিয়ে যান। অভিযোগ করা হয় যে, গুলি থেকে বেঁচে যাওয়া এ-১ এবং এ-২ আহত চন্দ্রভানকে হিসারের সিটি সিভিল হাসপাতালে নিয়ে যান, যেখানে তিনি মারা যান।

৮। এই মামলাটি তদন্ত করেন তদন্তকারী কর্মকর্তা (আই. ও) ভীম সিং [পিডব্লিউ-১৫], যিনি অভিযুক্ত এ-২-এর বিবরণ অনুযায়ী অভিযোগিত ঘটনার স্থলে পৌঁছান। তবে, তিনি সেখানে কোনো দোষসাব্যস্ত উপাদান খুঁজে পাননি বলে অভিযোগ করা হয়। অভিযুক্ত এ-২-এর বিবরণের সন্দেহজনক প্রকৃতির কারণে, তদন্তকারী পুলিশ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তদন্ত শুরু করে।

৯. ২৫.১২.১৯৯৪ তারিখে, সকল অভিযুক্ত-আপিলকারীরা জিল সিং [পিডব্লিউ-১৬]-এর সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং তার সামনে তাদের অপরাধ স্বীকার করেন। তাদের অতিরিক্ত-বিচারিক স্বীকারোক্তির সারসংক্ষেপ অনুযায়ী, অভিযুক্তরা জিল সিং (পিডব্লিউ-১৬)-কে বলেন যে, বেগ রাজের পুত্র ও সরপঞ্চ ধরমপালের বিরুদ্ধে পাল্টা মামলা দায়ের করার উদ্দেশ্যে, অভিযুক্ত-আপিলকারীরা চন্দ্রভানের সঙ্গে হিসারের আদর্শ নগরের একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে যান এবং সেখানে সুরেশ [এ-৩] চন্দ্রভানকে গুলি করেন। এরপর, অভিযুক্ত এ-৩ বন্দুক নিয়ে পালিয়ে যান। পরে, অভিযুক্ত এ-১ ও এ-২ চন্দ্রভানকে হাসপাতালে নিয়ে যান এবং বেগ রাজের পুত্র ধরমপাল, ধরমবীর ও উমেদ সিং-এর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারার অধীনে একটি মিথ্যা অভিযোগ নথিভুক্ত করেন।

১০. উল্লেখ করা যেতে পারে যে, জিল সিং সমস্ত অভিযুক্তকে পুলিশের সামনে হাজির করে এবং তারপর অভিযুক্তরা ঘটনার স্থান চিহ্নিত করে। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের এই ধরনের প্রকাশ্য বিবৃতির ভিত্তিতে, পুলিশ হিসারের আদর্শ নগরে বাড়িতে পাওয়া খুরলি থেকে একটি লাইসেন্সপ্রাপ্ত বন্দুক, কার্তুজ, পেলেট, কিছু কংক্রিট সামগ্রী উদ্ধার করেছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। উপরোক্ত অভিযোগের ভিত্তিতে, হিসারের সদর থানার উপ-পরিদর্শক (এস.আই.) ভীম সিং ভারতীয় অস্ত্র আইনের ২৫, ৩০, ৫৪ এবং ৫৯ ধারার অধীনে লক্ষ্মণ সিং [এ –৪] এবং এ-৩-এর বিরুদ্ধে এফআইআর নং ৭৪৩ [প্রদর্শনী পি/ জেড ১] নথিভুক্ত করেন।

১১. তদন্ত সম্পন্ন হওয়ার পর, অভিযুক্ত এ -১, এ -১ এবং এ -৩-এর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৪ ধারা সহ পঠিত ধারা ৩০২সঙ্গে অভিযোগপত্র আদালতে দাখিল করা হয় এবং অতিরিক্ত দায়রা বিচারক তাদের ১০.১০.১৯৯৫ তারিখে সমন জারি করেন [ফৌজদারি মামলা নং ৭৬-১-০৮০২/১৯৯৫ (দায়রা মামলা নং ৬০/১৯৯৫, দায়রা বিচার নং ২২/১৯৯৫)-এর মধ্যে]। এফআইআর নং ৭৪৩-সংক্রান্ত একটি সংযুক্ত মামলায়, অভিযুক্ত এ -৩ এবং লক্ষ্মণ (এ -৪)-এর বিরুদ্ধে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের জন্য বিচার চলছিল, যা ১৯.০৯.১৯৯৯ তারিখের আদেশ অনুযায়ী প্রধান মামলার সঙ্গে একত্রিত করা হয় এবং উভয় মামলার একত্রে বিচার করা হয়। বিচার চলাকালীন, প্রসিকিউশন ১৭ জন সাক্ষী এবং প্রতিরক্ষা ৪ জন সাক্ষীকে দায়রা মামলা নং ৬০/১৯৯৫-এর অধীনে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য হাজির করে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, অভিযুক্তরা নিজেদের পক্ষ সমর্থনে ১৯৭৩ সালের ফৌজদারি কার্যবিধির ৩১৫ ধারার অধীনে প্রতিরক্ষা সাক্ষী হিসেবে সাক্ষ্য প্রদান করে।

১২ . ১৯৯৫ সালের দায়রা মামলা নং ৬০-এ বিচার আদালত ১৯৯৫ সালের দায়রা মামলা নং ২২-এ ১২.০২.২০০২ তারিখের আদেশে অভিযুক্তদের অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করে এবং নিম্নলিখিত দণ্ডযোগ্য অপরাধগুলির জন্য দোষী সাব্যস্ত করে।

[বিচারপতি এন.ভি রমনা]

অভিযুক্ত	চার্জ	দোষী সাব্যস্তকরণ
শোভাত সিং [এ – ২]	ধারা ৩০২/৩৪ আইপিসি	যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং ৫,০০০ টাকা জরিমানা। অনাদায়ে ৬ মাস ধরে কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে।
সুরেশ [এ – ৩]	[১] ধারা ৩০২/৩৪ আইপিসি [২] ধারা ২৫ অস্ত্র আইন	[১] যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং ৫,০০০ টাকা জরিমানা। অনাদায়ে, ৬ মাসের জন্য কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। [২] ১ বছরের জন্য কারাদণ্ড এবং ৫০০ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে, ১৫ দিনের জন্য কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। সাজা একই সাথে চলবে।
লাচম্যান [এ – ৪]	ধারা ৩০, অস্ত্র আইন	১০০০ টাকা জরিমানা। অনাদায়ে, ১৫ দিনের জন্য আর আই ভোগ করতে হবে।

এটি লক্ষ করা যেতে পারে যে, বিচার চলাকালীন অভিযুক্ত এ-১ মারা যায় এবং তার বিরুদ্ধে বিচার বন্ধ হয়ে যায়। বিচার আদালত অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে এবং-এর অধীনে যুক্তি দেখায়।

ক) উদ্দেশ্য প্রমাণিত হয়েছে, যেখানে অপরাধটি সাজানো হয়েছিল বিপরীত রাজনৈতিক দলের সরপঞ্চ ধরমপালকে মিথ্যাভাবে ফাঁসানোর জন্য।

খ) অভিযুক্তরা একটি ভুয়া গল্প উপস্থাপন করেছে এবং 'ধর্মপাল, বেগ রাজ এবং ধরমবীরের ছেলে উমেদ সিং'-এর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছে, যেখানে অভিযোগ করা হয়েছে যে তারা চন্দর ভানকে হত্যা করেছে। তবে, অভিযুক্ত এ-২-এর বর্ণনা অনুযায়ী, ঘটনাস্থলে ধর্মপাল, উমেদ এবং ধরমবীরের বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

' গ) ধরমপাল, উমেদ সিং এবং ধরমবীরের চন্দর ভানকে হত্যা করার কোনও উদ্দেশ্য ছিল না। বরং, অভিযুক্তদের পক্ষ থেকে একটি উদ্দেশ্য রয়েছে, কারণ তাদের প্রার্থী নির্বাচনে হেরে গেছেন। ঘ) অনুমান করা হয়েছিল যে এ- ১ এবং এ - ২দ্বারা চন্দ্র ভানের আঘাতের সম্ভাবনা তুলনামূলকভাবে বেশি ছিল।

ঙ) সেই পিডব্লিউ-১৪, মাহি রামের ছেলে উমেদ সিং, ভোরে অভিযুক্তদের মৃত ব্যক্তির সাথে দেখেছিলেন যখন তাদের মধ্যে ছোটখাটো কথাবার্তা হয়েছিল এবং উমেদ সিং (পিডব্লিউ-১৪) লক্ষ্য করেছিলেন যে সুরেশ একটি সিঙ্গেল ব্যারেল বন্দুক ধরে আছেন।

চ) অনেক পরস্পরবিরোধী পরিস্থিতির কারণে অভিযুক্ত এ – ২ -এর বক্তব্য গ্রহণযোগ্য ছিল না।

ছ) যে অভিযুক্তরা জিল সিং (পিডব্লিউ-১৬)-এর সামনে তাদের অপরাধ স্বীকার করেছে, যিনি পরে ২৫.১২.১৯৯৪-এ অভিযুক্তকে পুলিশের সামনে হাজির করেন।

জ) অভিযুক্ত আপিলকারীদের দ্বারা এখানে পুলিশের সামনে দেওয়া বিবৃতিগুলি অনুমতিপত্র প্রাপ্ত বন্দুক এবং গুলি উদ্ধারের দিকে পরিচালিত করে।

ঝ) এফএসএল প্রতিবেদনে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে খুরলি থেকে যে গুলি উদ্ধার করা হয়েছে, সেই গুলি মৃতদেহে পাওয়া গুলির সাথে মিলে যায়।

ঞ) ময়নাতদন্তের প্রতিবেদনে নিশ্চিত করা হয়েছে যে বন্দুকের গুলিতে আঘাতের কারণে রক্তক্ষরণ এবং আঘাতের কারণে মৃত্যু হয়েছে।

১৩) তদন্তকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অভিযোগকারীকে অভিযুক্ত হিসেবে দেখানোর ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে, এ -২, ১৬.১২.১৯৯৪ তারিখের এফ আই আর নং ৭৩৬-এ অভিযুক্ত এ -২, কর্তৃক প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে, ধরমবীর, বেগ রাজের পুত্র উমেদ সিং এবং বেগ রাজের পুত্র ধর্ম পালের বিরুদ্ধে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে একটি অভিযোগ দায়ের করেন।

১৪) অতএব, ম্যাজিস্ট্রেট পৃথকভাবে বিষয়টির সংবিধান গ্রহণ করেন এবং ২৫.০১.১৯৯৭ তারিখে [অভিযোগ মামলা নং ৯৫-১ of ১৯৯৫ (সেশন মামলা নং ৬২ of ১৯৯৭)] আইপিসির ধারা ৩০২ সহ ৩৪ এর অধীনে, ধরমবীর, বেগ রাজের পুত্র উমেদ সিং এবং বেগ রাজের পুত্র ধরমপাল-এর বিরুদ্ধে মামলা সেশন কোর্টে পাঠান। পরবর্তীতে, ০৫.০৩.১৯৯৭ তারিখে আদেশ দ্বারা, সেশন বিচারক সমস্ত মামলার একসঙ্গে বিচার পরিচালনার নির্দেশ দেন। সকল অভিযুক্ত নিজেদের নির্দোষ বলে দাবি করেন এবং বিচারের মুখোমুখি হওয়ার জন্য অনুরোধ করেন।

১৫. ১৯৯৭ সালের ৬২ নং সেশন মামলায়, দায়রা আদালত ১২.০২.২০০২ তারিখের আদেশে, বেগ রাজের পুত্র ধর্মপাল, বেগ রাজের পুত্র উমেদ সিং এবং ধরমবীরকে নিম্নলিখিত কারণে খালাস দেয়-

ক) সেই রাষ্ট্রপক্ষ অভিযুক্তের পক্ষ থেকে উদ্দেশ্য স্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছিল-বেগম রাজের পুত্র ধর্মপাল, কারণ তিনি ইতিমধ্যে নির্বাচনে জিতেছেন।

খ) অভিযুক্তরা মধ্যরাতে এসেছিল - ১৫.১২.১৯৯৪ - ১৬.১২.১৯৯৪, মৃত ব্যক্তিকে ফোন করে বলেছিল যে তাদের কাউকে গুলি করতে হবে যাতে বেগ রাজের ছেলে সরপঞ্চ ধরমপালকে মিথ্যাভাবে ফাঁসানো যায় ডিডব্লিউ-১ (কমলা) এর প্রমাণ দ্বারা নিশ্চিত হওয়া একটি মামলায়।

গ) যে রাষ্ট্রপক্ষ বক্তব্যযে মৃত ব্যক্তিকে গ্রাম থেকে ১-১/২ কিলোমিটার দূরে অভিযুক্ত ধরমপাল দ্বারা গুলি করা হয়েছিল, যা ডি. ডব্লিউ-৫ ভীম সিংয়ের প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত, উক্ত অপরাধের দৃশ্যে কোনও অপরাধমূলক প্রমাণের অভাবে অসমর্থিত।

ঘ) সেই ডিডব্লিউ-২ উমেদ সিং নিশ্চিত করেছেন যে ১৬.১২.১৯৯৪ তারিখে ভোর ৪:৩০ মিনিটে যখন তিনি তার গ্রামে যাওয়ার জন্য যানবাহনের জন্য অপেক্ষা করছিলেন, তখন তিনি শোভাত সিং, নানক রামের ছেলে ধর্মপাল এবং সুরেশকে দেখেছিলেন, যিনি একটি অটোরিকশায় মৃতের সাথে একটি সিঙ্গেল ব্যারেল বন্দুক বহন করছিলেন।

ঙ) অভিযোগকারী মৃত ব্যক্তিকে সকাল ৬ঃ৩০ হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন। জেরা করার সময় শোভত সিং (পিডব্লিউ-৪/এ-২) এবং ধর্মপাল (পিডব্লিউ-৫/এ-১) বুঝতে পারেননি যে মৃত ব্যক্তি কখন আহত হয়েছেন বা কেন তাঁরা মৃত ব্যক্তিকে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাননি।

চ) অভিযোগকারীরা তাদের জেরায় আরও ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হয়েছেন যে, মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যেই কীভাবে তিন চাকার গাড়িটি তাদের হিসার হাসপাতালে নিয়ে যায়।

ছ) নানক রামের পুত্র পিডব্লিউএস-ধর্মপালের প্রমাণ পিডব্লিউ-৪ (শোভত সিং [এ-২])-এর সাথে সাংঘর্ষিক যে তারা কীভাবে মৃত ব্যক্তিকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল।

জ) অভিযোগকারীরা তাদের জেরায় গাড়ির নম্বর, গাড়ির চালক উল্লেখ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। তারা গ্রাম থেকে মাত্র ১-১/২ কিলোমিটার দূরে থাকাকালীন কেন তারা গ্রামে এবং মৃত ব্যক্তির পরিবারের সদস্যদের কাছে তাৎক্ষণিকভাবে বিষয়টি জানাননি তাও ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

ঝ) সেই বিচারবহির্ভূত স্বীকারোক্তি ডি. ডব্লিউ-৩ (জিল সিং)-এর সামনে করা হয়েছিল।

ঙ) তাৎক্ষণিকমামলায় উদ্ধার হওয়া বন্দুকটি অভিযোগকারী সুরেশের বন্দুক ছিল [এ-৩] এবং নথিতে উপলব্ধ এফএসএল প্রতিবেদনে প্রমাণ করে যে মৃতের শরীরে পাওয়া পেলেটগুলি সেই বন্দুক থেকে ছোঁড়া গুলির অনুরূপ ছিল।

ট) অতএব, রাষ্ট্রপক্ষ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বাইরে একটি মামলা প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল। সুতরাং, সমস্ত অভিযুক্ত তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ থেকে খালাস পেয়েছিল,

১৬। বিচার আদালতের ৬০ নম্বর দায়রা মামলার রায়ে ক্ষুব্ধ হয়ে অভিযুক্ত এ-২, এ-৩ এবং এ-৪ যথাক্রমে হাইকোর্টে ফৌজদারি আপিল নং ২৭৩-ডিবি, ১৫৭-ডিবি, ৯২০-এসবি দায়ের করেন। অন্যদিকে, অভিযুক্ত এ-২ ১৯৯৭ সালের ৬২ নম্বর দায়রা মামলায় দায়রা আদালত কর্তৃক গৃহীত বেগম রাজের পুত্র ধর্মপাল, বেগ রাজের পুত্র উমেদ সিং এবং ধরমবীরের খালাসের বিরুদ্ধে ২০০২ সালের ৭৫১-ডিবিএ ফৌজদারি আপিল দায়ের করে। উল্লেখযোগ্য যে, হাইকোর্ট সমস্ত আপিল একত্রিত করে এবং ০৩.০১.২০১২ তারিখের একটি সাধারণ রায়ের মাধ্যমে তা খারিজ করে দেয়। উচ্চ আদালত অভিযুক্ত এ-২ এবং এ-৩-কে শ্রীমতি কামকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে এক লক্ষ টাকা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।

১৭. লা এবং তার দুই সন্তান। হাইকোর্ট দোষী সাব্যস্ত করার সময় নিম্নলিখিত ভিত্তিতে জোর দিয়েছিল-

ক) অভিযুক্ত এ -২ এবং এ -১ স্বীকার করেছেন যে তারা ১৬.১২.১৯৯৪ তারিখে চন্দের ভানাতকে তার স্ত্রীর উপস্থিতিতে তার বাড়িতে ডেকেছিলেন।

খ) তদন্তকারী কর্মকর্তার দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রমাণ থেকে জানা যায় যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি চন্দর ভানকে হিসারের আদর্শ নগরের একটি কক্ষে নিয়ে যান, যেখানে অভিযুক্ত এ-৩ তার একক ব্যারেল বন্দুক দিয়ে গুলি করে।

গ) অভিযুক্ত-আপিলকারীরা তাদের অপরাধ স্বীকার করেছিলেন, যার ফলে কিছু অপরাধমূলক জিনিসপত্র উদ্ধার করা হয়েছিল।

ঘ) ছুরিকাঘাত, বন্দুক এবং কিছু কংক্রিট উপাদান ইত্যাদি উদ্ধারের মতো পর্যাপ্ত প্রমাণ নথিতে রয়েছে যা প্রমাণ করে যে চন্দর ভানকে 'অন্য দলের দ্বারা নয়,' অভিযুক্তরা 'কোঠার (ঘরের) ভেতরে গুলি করেছিল।

ঙ) অভিযুক্ত এ-২-এর পক্ষ থেকে এই ধরনের অপরাধ করার একটি স্পষ্ট উদ্দেশ্য ছিল যাতে বেগ রাজের (সর্পঞ্চ) পুত্র ধর্মপালকে একটি মিথ্যা মামলায় জড়ানো যায়।

চ) স্ত্রী-কমলার সাক্ষ্য এবং অপরাধমূলক উপকরণ উদ্ধার ছাড়াও, পিডব্লিউ ১৪ (উমেদ সিং)-এর প্রমাণ, যিনি সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে তিনি সেই সকালে সুরেশের সাথে চন্দর ভান (মৃত)-এর সাথে অভিযুক্তকে দেখেছিলেন, এটিও অভিযুক্তের বিরুদ্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল।

ছ) সবশেষে, জিল সিং (পিডব্লিউ-১৬)-এর সামনে করা অতিরিক্ত বিচার বিভাগীয় স্বীকারোক্তিটি সত্য এবং স্বেচ্ছামূলক বলে প্রমাণিত হয়েছে এবং যেহেতু পিডব্লিউ-১৬ একজন স্বাধীন সাক্ষী, তাই তার প্রমাণ নিয়ে সন্দেহ করা যায় না।

[বিচারপতি এন.ভি রমনা]

জ) অভিযুক্তের অপরাধ প্রমাণের জন্য পরিস্থিতির শৃঙ্খল সম্পূর্ণ।

ঝ) উপরন্তু, ব্যবহৃত বন্দুকটি একটি অনুমতিপত্র প্রাপ্ত বন্দুক ছিল যা এ-৩-এর বাবা লাচমানের ছিল, যিনি বন্দুকটি তার হেফাজত থেকে নেওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন এবং তার পুত্রের দ্বারা অপব্যবহার করেছিলেন। অতএব, অস্ত্র আইনের অধীনে দোষী সাব্যস্ত করাও ন্যায়সঙ্গত ছিল।

১৮। হাইকোর্ট কর্তৃক ঘোষিত দণ্ডাদেশ ও রায়ের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হয়ে, অভিযুক্ত এ -২ এবং এ -৩ সেশন মামলা নং ৬০/১৯৯৫, সেশন ট্রায়াল নং ২২/১৯৯৫-এ ফৌজদারি আপিল নং ১৪৪৫-১৪৪৬/২০১২ (যা এসএলপি (ফৌজদারি) নং ২৮৬৮-২৮৬৯/২০১২ থেকে উদ্ভূত) দায়ের করেছেন। এছাড়াও, অভিযুক্ত এ -২ সেশন মামলা নং ৬২/১৯৯৭, সেশন ট্রায়াল নং ৯৭/১৯৯৭-এ বেগ রাজের পুত্র ধরমপাল, বেগ রাজের পুত্র উমেদ সিং এবং ধরমবীর-এর বেকসুর খালাসের বিরুদ্ধে ফৌজদারি আপিল নং ১৪৫৮/২০১২ (যা এসএলপি (ফৌজদারি) নং ২৯২৬/২০১২ থেকে উদ্ভূত) দায়ের করেছেন।

১৯. আপিলকারী অভিযুক্তের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবী, মিসেস অঞ্জনা প্রকাশ, মূলত নিম্নমানের যুক্তি দিয়েছেন -

ক) মামলায় কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই এবং পরিস্থিতিগত প্রমাণের শৃঙ্খল সম্পূর্ণ নয়; অতএব, ভিত্তিহীন প্রমাণের ভিত্তিতে আপিলকারীদের দোষী সাব্যস্ত করা উচিত নয়।

খ) সেই পিডব্লিউ-১৩ (মৃত ব্যক্তির স্ত্রী) যখন বস্তুগতভাবে মুখোমুখি হয়, তখন এই বিবৃতি অস্বীকার করে যে সে পুলিশকে বলেছিল যে অভিযুক্ত 'এ-ল্যান্ড আপিলকারী অভিযুক্ত এ-২হাদ মৃত ব্যক্তিকে বলেছিল যে বেগ রাজ এফ-এর ছেলে সর্পঞ্চ ধর্মপালকে জড়ানোর জন্য তাদের কাউকে গুলি করতে হবে।

গ) ঘটনাস্থলে পিডব্লিউ-১৪ এর উপস্থিতি সন্দেহজনক। তিনি একটি অযৌক্তিক গল্প তৈরি করেছিলেন যে ভোর ৪:০০ টায় তার গ্রামে যাওয়ার জন্য গাড়ির জন্য অপেক্ষা করার সময়, তিনি মৃত ব্যক্তির সাথে আপিলকারী এবং ধর্মপালকে দেখেছিলেন। কিন্তু জেরা করার সময় তিনি ব্যাখ্যা করতে পারেননি কেন তিনি সাড়ে ৩ ঘন্টা আগে গাড়ির জন্য অপেক্ষা করছিলেন, বিশেষ করে যখন তার গ্রামের জন্য প্রথম বাসটি সকাল ৭:৩০ টায় ছেড়ে যায়।

d) সেই পিডব্লিউ-১৪ এটাও স্বীকার করেছে যে সে পিডব্লিউ-১৩-কে বলেনি যে সে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের উক্ত অটো-রিক্সায় মৃত ব্যক্তির সঙ্গে বন্দুক বহন করতে দেখেছে। তদ্ব্যতীত, পিডব্লিউ-১৪ আরও স্বীকার করেছেন যে তিনি এবং পিডব্লিউ-১৬ পূর্বে মৃত ব্যক্তিকে আহত করেছিলেন

এবং অস্বীকার করেছেন যে পিডব্লিউ-১৬ -এর ভাই মৃত ব্যক্তির উপর গুলি চালিয়েছিল।

ঙ) 'পিডব্লিউ-১৬-এর আগে ২৫.১২.৯৪-এ করা কথিত বিচারবহির্ভূত স্বীকারোক্তি এই ভিত্তিতে গ্রহণযোগ্য নয় যে এটি সন্দেহজনক পরিস্থিতিতে করা হয়েছিল। পিডব্লিউ-১৬ অন্যান্য বিষয়ের মধ্যেও স্বীকার করেছে যে, মহা সিং এর আগে তাঁকে পঞ্চায়েত নির্বাচনে পরাজিত করেছিলেন; অতএব, অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা স্পষ্ট।

চ) যদি অভিযুক্ত ব্যক্তিদের ১৮.১২.৯৪-এ গ্রেপ্তার করা হয়, তাহলে পিডব্লিউ১৬-এর আগে ২৫.১২.৯৪-এ কথিত বিচারবহির্ভূত স্বীকারোক্তির প্রশ্ন রাষ্ট্রপক্ষের কাহিনিকে সন্দেহের মধ্যে ফেলে।

'ছ) যে এফআইআর আপিলকারী পক্ষ দ্বারা দায়ের করা হয়েছিল এবং এটি একটি স্বীকৃত সত্য যে আহত ব্যক্তিকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল আপিলকারী-অভিযুক্তরাই।

' জ) যে উদ্ধারকৃত বন্দুকটি অভিযুক্ত সুরেশের পিতার লাইসেন্সকৃত বন্দুক এবং রেকর্ডে কোনো ফরেনসিক প্রমাণ নেই যা প্রমাণ করতে পারে যে মৃতদেহে পাওয়া গুলি ওই বন্দুক থেকেই নিক্ষিপ্ত হয়েছিল।

ঝ) 'যে উদ্দেশ্যটি পরিস্থিতিগত প্রমাণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বর্তমান ক্ষেত্রে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভিত্তিতে অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষ থেকে এমন কোনও শক্তিশালী উদ্দেশ্য অনুমান করা যায় না।

ঞ) যে তদন্তকর্মকর্তার ভূমিকা এই মামলায় সন্দেহজনক, কারণ অভিযুক্তদের গ্রেফতারের তারিখ সম্পর্কে বিরোধ রয়েছে। তদন্ত কর্মকর্তা বলেছেন যে, তিনি ঘটনাটির দুই দিনের মধ্যে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে প্রমাণ পেয়েছিলেন, কিন্তু তখন তাদের গ্রেফতার করার কথা অস্বীকার করেছেন। তবে রেকর্ডে থাকা উপাদান থেকে স্পষ্ট যে অভিযুক্তদের গ্রেফতারের তারিখ ১৮.১২.১৯৯৪। এতে বলা যায় যে, তদন্ত কর্মকর্তা প্রকৃত অভিযুক্তদের রক্ষা করছেন এবং আপিলকারীদের মিথ্যাভাবে ফাঁসাচ্ছেন।

২০. অন্যদিকে, রাষ্ট্রপক্ষের পক্ষ থেকে উপস্থিত সম্মানিত আইনজীবী ডঃ মোনিকা গুসাইন, নিম্ন আদালতের রায়কে সমর্থন করে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে অভিযুক্তরা কঠোর অপরাধী, যারা রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য নিজেদেরকেও হত্যা করতে পিছপা হতো না। তিনি আরও যুক্তি দিয়েছেন যে আদর্শ নগরে প্রাপ্ত উদ্ধারকৃত প্রমাণ রাষ্ট্রপক্ষের মামলা আরও দৃঢ় করে। তিনি বলেন, যদি এক মুহূর্তের জন্য অভিযুক্ত এ - ১ এর বক্তব্য গ্রহণ করা হয়, তবে

ঘটনাস্থলের কাছাকাছি হাসপাতাল থাকা সত্ত্বেও মৃত ব্যক্তিকে ২৪ কিলোমিটার দূরে হিসারের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার কোনো কারণ থাকতে পারে না।

২১, উভয় পক্ষের লার্নড কাউন্সেলের কথা শোনার পর এবং মামলার তথ্য ও পরিস্থিতি নিয়ে আমাদের উদ্বেগজনক বিবেচনার পরিপ্রেক্ষিতে, শুরুতে রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষীদের কিছু বিবৃতি পর্যবেক্ষণ করা উপযুক্ত হবে, যাদের প্রমাণের উপর নীচের আদালতগুলি অত্যধিক নির্ভরতা রেখেছে। এই উদ্দেশ্যে, আমাদের জন্য দুটি মামলা আলাদাভাবে মোকাবিলা করা প্রয়োজন হবে। প্রথমত, আমরা ২০১২ সালের ফৌজদারি আপিল নং. ১৪৪৫-১৪৪৬ গ্রহণ করতে চাই এবং তারপরে ২০১২ সালের ফৌজদারি আপিল নং. ১৪৫৮ বিবেচনা করতে চাই।

২২. পি. ডব্লিউ-আই (ডাঃ বিষ্ণোই), এস. এম. ও জেনারেল হাসপাতাল, টোহানা, সাক্ষ্য দেন যে তিনিই সেই ব্যক্তি, যিনি মৃত ব্যক্তির ময়নাতদন্ত করেছিলেন। আঘাতের প্রকৃতি সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে-

১/৩ সেমি থেকে ১/৩ সেমি আকারের একাধিক গোলাকার এবং ডিম্বাকৃতির ক্ষত, যা ধড়ের সামনের দিকে এবং শ্রোণী অঞ্চলে উপস্থিত ছিল, এবং উভয় উরুর সামনের অংশের উপরের অংশ প্রায় (৫০)।এই ক্ষতগুলির বেশিরভাগই শরীরের সামনের অংশের বাম দিকে উপস্থিত ছিল। এগুলি জমাট বাঁধা রক্তে ঢাকা ছিল, যার প্রান্তগুলি উল্টে ক্ষত সহ ছিল। কোনও কালো দাগ বা ট্যাটু ছিল না। … শ্রোণী এবং নীচের পেটের সমস্ত কাঠামো, যার মধ্যে ছোট এবং বৃহৎ অন্ত্র এবং রক্তনালীগুলিও আহত হয়েছিল। পেটের গহ্বর লাল রঙের রক্তে পূর্ণ ছিল।

আরও তিনি পদচ্যুত করেছেন যে চন্দর ভানের (মৃত) মৃত্যু হেমর্টেজ এবং বন্দুকের গুলির আঘাতের কারণে হতবাক হওয়ার কারণে হয়েছিল। সমস্ত আঘাত প্রাক-ময়নাতদন্ত প্রকৃতির ছিল এবং স্বাভাবিক নিয়মে মৃত্যুর কারণ হওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল বলে মনে করা হয়েছিল।

২৩. পিডব্লিউ-২ (ড. সুরিন্দর সিং), মেডিকেল অফিসার, যিনি হাসপাতালে চন্দ্র ভান (মৃত) এর চিকিৎসা করেছিলেন। তিনি বলেন যে বেড-হেড টিকিট দেখে জানা গেছে যে চন্দ্র ভান (মৃত) কে হিসার হাসপাতালে আনা হয়েছিল, অভিযুক্ত এ-১ এবং এ-২। এটি লক্ষণীয় যে মৃত ব্যক্তিকে অর্ধ-চেতন অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়েছিল।

২৪. প্রজ্ঞাপন- ১৩ - মৃত চন্দের ভানের বিধবা স্ত্রী শ্রীমতি কমলাবলেন যে ১৫.১২.১৯৯৪ তারিখে সুন্দাবাস গ্রামে একটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল,যেখানে মৃত চন্দের ভান, মহাসিংহের একজন নির্বাচনী এজেন্ট ছিলেন। তিনি সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে মহাসিংহের সমর্থকরা, কথিতভাবেগুলি চালিয়েছিল এবং বেগ রাজের পুত্র ধর্মপালের সমর্থকরা, অভিযোগ করেছেন যে

উপরোক্ত গুলিবর্ষণে আহত হয়েছিলেন। ১৫-১৬ তারিখের মধ্যরাতে, A-1 এবং A-2, মৃত চন্দর ভানের সাথে দেখা করতে এসেছিলেন। তিনি বলেন যে তার স্বামী উপরোক্ত অভিযুক্তদের সাথে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন, যারা তাকে জানিয়েছিলেন যে তাদের হিসার যেতে হবে এবং কাউকে গুলি করতে হবে - যাতে বেগ রাজের ছেলে ধরমপালকে একটি মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো যায়। সেই অজুহাতে তিনি বলেন যে তিনজন অভিযুক্ত (এ-১, এ-২, এ-৩) এবং চন্দ্র ভান (মৃত) হিসার চলে গেছেন।

২৫। এটা মনে রাখা কিছু তাৎপর্যপূর্ণ হতে পারে যে, তার ক্রস পরীক্ষার সময়, তিনি নীচে- হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

আমি পুলিশের কাছে আমার জবানবন্দিতে বলেছিলাম যে অভিযুক্ত ধর্ম এবং শোভত আমার স্বামীকে বলেছে যে কাউকে গুলি করতে হবে। আমি আমার জবানবন্দিতে পুলিশকে বলেছিলাম যে অভিযুক্ত ধর্ম এবং শোভত আমার স্বামীকে বলেছিল যে ধর্মপাল সরপঞ্চকে জড়িত করার জন্য তারা তাদের নিজের ভাইয়ের উপর গুলি চালাবে।

আপিলকারী-অভিযুক্ত উপরোক্ত বিবৃতির উপর ব্যাপকভাবে নির্ভরতা রেখেছেন, এই ইঙ্গিত করার জন্য যে পিডব্লিউ-১৩-এর বিবৃতিটি উন্নতির সাথে জড়িত ছিল, যা তার বিবৃতির নির্ভরযোগ্যতা এবং বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। এর পরিণতি, পরবর্তী পর্যায়ে আলোচনা করা হবে।

২৬, পিডব্লিউ-১৪ (মাহি রামের ছেলে উমেদ সিং) বলেছেন যে তিনি সুন্দাওয়াস গ্রামের বাসিন্দা। ১৫.১২.১৯৯৪-এ ভোট দেওয়ার পরে তিনি বীজ ও সার কেনার জন্য সন্ধ্যায় হিসারে ফিরে আসেন। পরের দিন, ভোর ৪ টার দিকে, যখন তিনি হিসার-এর বোরস্টাল কারাগারের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁর গ্রাম সুন্দাওয়াসে ফিরে যাওয়ার জন্য একটি বাসের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। সেই সময়, একটি অটোরিকশা হিসার শহরের পাশ থেকে এসে তার কাছে থামল, অটোরিকশার বাসিন্দাদের বিরুদ্ধে এ-১, এ-২, এ-৩ এবং চন্দর ভানকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। তিনি বলেছেন যে অভিযুক্ত এ-৩ তার হাতে একটি একক ব্যারেল বন্দুক ধরে ছিল। অধিবাসীরা যখন তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, তখন তিনি তাদের উত্তর দেন যে তিনি তাঁর গ্রামে ফিরে যাওয়ার জন্য পরিবহনের জন্য অপেক্ষা করছেন এবং গাড়ির বাসিন্দারা সম্ভবত তাকে বলেছিল যে তারা কিছু জরুরি কাজে যাচ্ছে।

২৭. তদন্ত কর্মকর্তা পিডব্লিউ-১এস-ভীম সিং সাক্ষ্য দিয়েছেন যে অভিযুক্ত এ-২, উমেদ সিং, বেগ রাজ এবং ধরমবীরের ধরমপাল পুত্রদের বিরুদ্ধে এই ভিত্তিতে অভিযোগ দায়ের করেছিল যে তারা পূর্বের প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে মৃত চন্দর ভানকে গুলি করেছে। তিনি আরও সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে তদন্তের অগ্রগতিতে, অপরাধের কথিত স্থানে পৌঁছানোর পরে, তিনি জিপের কোনও টায়ারের চিহ্ন বা কোনও কিছু খুঁজে পাননি।

অপরাধমূলক চিহ্ন যাই হোক না কেন। উল্লেখ্য যে, তার সাক্ষ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র যে, বিজয়ী প্রার্থী ধর্মপাল, বেগ রাজের পুত্রের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়েরের মামলাটি ঘটনাস্থল সম্পর্কে পুলিশ কর্তৃপক্ষকে বিভ্রান্ত করে পূর্ণ কার্যকর করা হয়েছিল। তিনি পিডব্লিউ-১৩-শ্রীমতির জবানবন্দিও রেকর্ড করেছেন। কমলা জানতে পারেন যে, ১৬.১২.১৯৯৪ তারিখে অভিযুক্ত এ-২ এবং এ -১ মধ্যরাতের দিকে মৃত ব্যক্তির বাড়িতে এসে চন্দর ভানকে ধরে নিয়ে যায় এই অজুহাতে যে, যেহেতু মহা সিংহ নির্বাচনে হেরে গেছেন এবং একটি ফৌজদারি মামলায় জড়িত, তাই তাদের উচিত বেগ রাজের ছেলে সরপঞ্চ ধরমপালকে মিথ্যাভাবে ফাঁসানো। তার বিরুদ্ধে পাল্টা মামলা দায়ের করা।

২৮. পিডব্লিউ-১৫ আরও সাক্ষ্য দেন যে পিডব্লিউ-১৪ জানিয়েছিলেন যে ১৬.১২.১৯৯৪ তারিখে ভোর ৪.০০ টায় যখন উমেদ সিংহ (পিডব্লিউ-১৪) বোর্স্টাল জেল, হিসারে যানবাহনের জন্য অপেক্ষা করছিলেন, তখন তিনি দেখেছিলেন যে অভিযুক্ত এ-১ , এ-২, মৃত চন্দ্র ভান এবং এ-৩ কোনো জরুরি কাজের জন্য যাচ্ছিলেন এবং তিনি আরও লক্ষ্য করেছিলেন যে এ-৩ একটি একনলা বন্দুক ধরে রেখেছিল।

২৯. এছাড়াও, পিডব্লিউ-১৫আরও সাক্ষ্য দেন যে পরবর্তীতে, ২৫.১২.১৯৯৪ তারিখে, পিডব্লিউ-১৬জিলে সিংহ অভিযুক্তদের তার সামনে উপস্থিত করেন, যেখানে তিনি জিলে সিংহের বিবৃতি লিপিবদ্ধ করেন, যা অভিযুক্তদের দ্বারা তার কাছে প্রদত্ত অতিরিক্ত বিচারবহির্ভূত স্বীকারোক্তির সাথে সম্পর্কিত। এটি উল্লেখযোগ্য যে, পিডব্লিউ-১৫ তার প্রধান সাক্ষ্যে বলেন যে জিলে সিংহ (পিডব্লিউ-১৬) থানায় এসেছিলেন কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদ শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা না করে চলে যান। তবে, জেরা পর্বে তিনি নিজেকে বিরোধিতার মধ্যে ফেলে দেন, যেখানে তিনি বলেন যে জিলে সিংহ (পিডব্লিউ-১৬) আপিলকারী-অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদের সময় উপস্থিত ছিলেন। পিডব্লিউ-১৫ আরও সাক্ষ্য দেন যে অভিযুক্তদের দ্বারা প্রদত্ত প্রকাশ বিবৃতির ভিত্তিতে আদর্শ নগর এলাকার একটি বাড়ির কক্ষ এবং খুরলি থেকে বন্দুক, কার্তুজ, গুলি এবং কিছু কংক্রিট উপাদান উদ্ধার করা হয়।

৩০. পিডব্লিউ-১৬ (জিলে সিংহ) সাক্ষ্য দেন যে ২৫.১২.১৯৯৪ তারিখে, যখন তিনি সুন্দরবাস গ্রামে গিয়েছিলেন, তখন অভিযুক্ত এ -১, এ -২ এবং এ -৩ তার সামনে স্বীকারোক্তি দেন এবং অপরাধ সংঘটনের পদ্ধতি ও পরবর্তী ঘটনাটি গোপন করার কৌশল ব্যাখ্যা করেন। এরপর, তিনি বলেন যে তিনি অভিযুক্তদের পুলিশকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হস্তান্তর করেন এবং সেই জিজ্ঞাসাবাদ তার উপস্থিতিতেই পরিচালিত হয়। উপযুক্ত পর্যায়ে, আমরা জিলে সিংহ (পিডব্লিউ-১৬)-এর সামনে দেওয়া উক্ত স্বীকারোক্তির প্রাসঙ্গিকতা এবং এটি প্রসিকিউশনের মামলার ওপর কী প্রভাব ফেলে তা বিশ্লেষণ করব।

৩১। প্রসিকিউশনের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়া অন্যান্য সাক্ষীদের প্রমাণের বিষয়ে, পিডব্লিউ-১৭ , মেওয়া সিংহ হলেন সেই পঞ্চ সাক্ষী, যিনি অপরাধস্থল থেকে পুলিশের দ্বারা বাজেয়াপ্তকরণের সাক্ষী ছিলেন। তিনি সাক্ষ্য দেন যে

২৫.১২.১৯৯৪, তারিখে, তিনি সন্তলালের সঙ্গে থানায় যান, যখন জানতে পারেন যে চন্দ্রভান হত্যা মামলার প্রকৃত অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তিনি আরও সাক্ষ্য দেন যে আই.ও. ভীম সিংহ তার উপস্থিতিতে অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন। ওই জিজ্ঞাসাবাদের সময়, অভিযুক্ত এ -১ এবং এ -৩ ইঙ্গিত দেন যে তারা অপরাধস্থল এবং লুকিয়ে রাখা বন্দুক দেখাতে পারবে। তিনি আরও বলেন যে তিনি এবং সন্তলাল তদন্তকারী কর্মকর্তার দ্বারা পরবর্তী উদ্ধারকরণের সাক্ষী ছিলেন।

৩২. কিছু গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীর সাক্ষ্যের প্রশংসা করার পর, আমরা শুরুতে স্পষ্ট করতে চাই যে এটি পরিস্থিতিগত প্রমাণের একটি ঘটনা। আইনশাস্ত্রগতভাবে পরিস্থিতিগত প্রমাণের অর্থ কখনই নিষ্পত্তি হয়নি। যদিও আমাদের আইনশাস্ত্রগত দ্বৈতবাদের বিশদ বিশ্লেষণের প্রয়োজন নাও হতে পারে যা 'পরিস্থিতিগত প্রমাণ'-এর পরিমাণ সম্পর্কে বিদ্যমান, আমরা নির্দিষ্ট কিছু নজির নির্দেশ করতে পারি এবং আইনি সাহিত্য উপরোক্ত শব্দটির জন্য একটি নির্দিষ্ট আকার দিয়েছে। থমাস স্টার্কি, সাক্ষ্যের আইন সম্পর্কিত একটি ব্যবহারিক গ্রন্থ, এবং প্রমাণের ডাইজেস্ট, দেওয়ানি ও ফৌজদারি কার্যধারায় (খণ্ড ১ , এডস., ১৮৭৬), বলা হয় যে-

"ফৌজদারি মামলাগুলিতে, প্রমাণ যে অভিযুক্ত পক্ষ অপরাধ করার জন্য স্বার্থের একটি শক্তিশালী উদ্দেশ্য দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল তা প্রমাণিত হয়েছিল, যদিও নিজের মধ্যে অত্যন্ত দুর্বল এবং অনিবার্য, এবং যদিও এটি এমন একটি পরিস্থিতি যা 'কখনও কর্পাস ডিলিক্টির প্রমাণ হিসাবে কাজ করা উচিত নয়, তবুও যখন এটি একবার প্রমাণিত হয়েছে, এটি এমন একটি পরিস্থিতি যা অন্যদের সাথে বিবেচনা করা উচিত যা স্পষ্টভাবে অভিযুক্তকে জড়িত করার প্রবণতা রাখে।

স্যার ফিটজ জেমস স্টিফেন তাঁর 'ইন্ডিয়ান এভিডেন্স অ্যাক্ট, ১৮৭২'-এর ভূমিকা লেখার সময় লিখেছেন -

ইস্যুটির সাথে প্রাসঙ্গিক তথ্যগুলি হল অস্তিত্ব থেকে প্রাপ্ত তথ্য যা ইস্যুটির তথ্যগুলির অস্তিত্ব সম্পর্কে অনুমান করা যেতে পারে।

একটি তথ্য অন্য একটি তথ্যের সাথে প্রাসঙ্গিক হয় যখন একটির অস্তিত্বকে অন্যটির অস্তিত্বের কারণ বা কারণগুলির একটি, অথবা প্রভাব অথবা প্রভাবগুলির একটি হিসাবে দেখানো যেতে পারে, অথবা যখন একটির অস্তিত্ব, একা বা অন্যান্য তথ্যের সাথে, অন্যটির অস্তিত্বকে অত্যন্ত সম্ভাব্য, অথবা অসম্ভব করে তোলে, ঘটনার সাধারণ ধারা অনুসারে।

ওয়ার্টনের ফৌজদারি প্রমাণ (১৯৫৫)-

"সাধারণভাবে ফৌজদারি মামলার মতো নরহত্যার ক্ষেত্রেও, উদ্দেশ্য দেখানোর জন্য প্রমাণ উপযুক্ত এবং এর ভূমিকায় যথেষ্ট অক্ষাংশের অনুমতি দেওয়া হয়। যখন কর্পাস ডিলিক্টির প্রমাণ তৈরি করা হয়, তখন অভিযুক্তের পক্ষ থেকে উদ্দেশ্য দেখানোর প্রবণতা থাকা সমস্ত তথ্য এবং পরিস্থিতি প্রাসঙ্গিক হয়।"

৩৩. ময়ূর বনাম রাজ্য, ১৩ সিএলআর ৬১৯, পরিস্থিতিগত প্রমাণের অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন-

যে ঘটনাকে "মামলা" বলা হয় তা একটি নির্দিষ্ট অনুমান বহন করতে সক্ষম কিনা তা আদালতের পক্ষে, এবং যদি এটি এতটা সক্ষম না হয় তবে আদালতের কর্তব্য এটি জুরি থেকে আটকানো, একক ঘটনা হিসাবে বা একটি মামলা হিসাবে।

কিন্তু যখন মামলাটি নিঃসন্দেহে অপরাধের অনুমান করতে সক্ষম হয়, যদিও অন্য কোনও অনুমান বা তত্ত্ব সম্ভব হয়, তখন এটি জুরি, যথাযথভাবে নির্দেশিত, এবং শুধুমাত্র তাদের জন্য, কেবল এটি বলার জন্য নয় যে এটি অপরাধের একটি শক্তিশালী সম্ভাবনা বহন করে কিনা, তবে অনুমানটি আসলে এবং স্পষ্টভাবে বিদ্যমান কিনা, এবং তাদের মনে অপরাধবোধের কোনও যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ না রেখে অন্যান্য সমস্ত অনুমান বা অনুমানকে সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করে

৩৪, অনন্ত চিন্তামন লাগু বনাম বোম্বে রাজ্য, এআইআর ১৯৬০ এসসি ৫০০, এই আদালত পরিস্থিতিগত প্রমাণকে সংজ্ঞায়িত করেছে-

এই প্রসঙ্গে পারিপার্শ্বিক প্রমাণের অর্থ হল, এমন একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করা তথ্যের সংমিশ্রণ যার মাধ্যমে অভিযুক্তের কোনও পালানোর উপায় নেই, কারণ সামগ্রিকভাবে নেওয়া তথ্যগুলি তার অপরাধ ছাড়া অন্য কোনও অনুমান স্বীকার করে না।

৩৫. উপরোক্ত সংজ্ঞার সাথে সামঞ্জস্য রেখে, মামলাগুলির ক্যাটেনাতে এই আদালত পরিস্থিতিগত প্রমাণের ভিত্তিতে যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বাইরে একটি মামলা প্রমাণ করার জন্য প্রসিকিউশনের জন্য "সম্পূর্ণ চেইন লিঙ্ক তত্ত্ব" পরীক্ষাটি ব্যাখ্যা করেছে। হনুমন্ত এবং অন্যান্য বনাম মধ্যপ্রদেশ রাজ্য, এ. আই. আর ১৯৫২ এস. সি ৩৪৩ [এরপরে সংক্ষিপ্ততার জন্য "হনুমন্ত মামলা" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে), এই আদালত পরিস্থিতিগত প্রমাণের ভিত্তিতে একটি মামলা প্রমাণ করার সম্ভাব্য উপায়গুলির মধ্যে একটি ব্যাখ্যা করেছে, নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে-

যেসব ক্ষেত্রে প্রমাণ পরোক্ষ প্রকৃতির হয়, সেখানে প্রথমেই যেসব পরিস্থিতি থেকে দোষী সাব্যস্ত করার সিদ্ধান্তে পৌঁছানো হবে, সেগুলি সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত এবং প্রতিষ্ঠিত সমস্ত তথ্য শুধুমাত্র অভিযুক্তের দোষী হওয়ার অনুমানটির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত। আবার, পরিস্থিতিগুলি অবশ্যই

সিদ্ধান্তমূলক প্রকৃতির এবং প্রবণতার হওয়া উচিত এবং সেগুলি এমন হওয়া উচিত যাতে প্রস্তাবিত প্রমাণিত অনুমান ব্যতীত অন্য সমস্ত অনুমান বাতিল হয়ে যায়।

৩৬. প্রথমবার এই আদালত পরিস্থিতিগত প্রমাণ সম্পর্কিত একটি পরীক্ষা প্রণয়ন করেছিল। পরবর্তীকালে, উপরোক্ত পরীক্ষাটি এই আদালত দ্বারা একাধিক অনুষ্ঠানে প্রয়োগ করা হয়েছিল দেওনন্দন মিশ্র বনাম বিহার রাজ্য, এ. আই. আর ১৯৫৫ এস. সি ৮০১, গোবিন্দ রেড্ডি বনাম মহীশূর রাজ্য, এ. আই. আর ১৯৬০ এস. সি ২৯,

৩৭. চরণ সিং বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য, এ. আই. আর ১৯৬৭ এস. সি. ৫২০, এই আদালত হনুমন্ত মামলায় প্রদত্ত প্রস্তাবটি ব্যাখ্যা করেছে (উপরে), এবং পর্যবেক্ষণ করেছেন যে-

এটা সুপ্রতিষ্ঠিত যে, যেসব ক্ষেত্রে সাক্ষ্যপ্রমাণ 'পরিস্থিতিগত প্রকৃতির' হয়, সেইসব ক্ষেত্রে যে পরিস্থিতি থেকে 'দোষের সিদ্ধান্তে' পৌঁছানো হবে, তা প্রথমে সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত এবং এইভাবে প্রতিষ্ঠিত পরিস্থিতি 'কেবলমাত্র অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধের অনুমানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত; অর্থাৎ, পরিস্থিতি এমন প্রকৃতির হওয়া উচিত যাতে 'প্রমাণিত হওয়ার প্রস্তাবিত' অনুমান ব্যতীত প্রতিটি অনুমান যুক্তিসঙ্গতভাবে বাদ দেওয়া যায়। অন্য কথায়, প্রমাণের শৃঙ্খল 'এতদূর সম্পূর্ণ' হতে হবে যাতে অভিযুক্ত ব্যক্তির নির্দোষতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সিদ্ধান্তের জন্য কোনও যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি না থাকে।

আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে এই আদালত প্রথমবারের মতো পরিস্থিতিগত প্রমাণ মূল্যায়নের জন্য প্রযোজ্য সাধারণ পরীক্ষাটি ব্যাখ্যা করেছে এবং 'প্রমাণের শৃঙ্খলের সমাপ্তি' ধারণাটি এনেছে।

৩৮। শরদ বর্ধিচাঁদ সারদা বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য, এ. আই. আর ১৯৮৪ এস. সি. ১৬২২-এ, পরিস্থিতিগত প্রমাণ নিয়ে কাজ করার সময়, এটি বলা হয়েছে যে প্রসিকিউশনের দায়িত্ব ছিল প্রমাণ করা যে চেইনটি সম্পূর্ণ এবং প্রসিকিউশনের দুর্বলতা বা ঘাটতি মিথ্যা প্রতিরক্ষা বা আবেদনের মাধ্যমে নিরাময় করা যায় না। এই আদালতের শব্দের পূর্বশর্ত, দোষী সাব্যস্ত হওয়ার আগে পরিস্থিতিগত প্রমাণের উপর ভিত্তি করে হতে পারে, অবশ্যই সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। সেগুলি হল-

(১) যে পরিস্থিতি থেকে অপরাধের উপসংহার টানতে হবে তা সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। সংশ্লিষ্ট পরিস্থিতিগুলি "অবশ্যই বা করা উচিত" এবং কেবল "প্রতিষ্ঠিত" হতে পারে না;

(২) এইভাবে প্রতিষ্ঠিত তথ্যগুলি কেবল অভিযুক্তের অপরাধের অনুমানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত, অর্থাৎ, তাদের উচিত

অভিযুক্ত দোষী ছাড়া অন্য কোনও অনুমানের উপর ব্যাখ্যাযোগ্য হবে না;

(৩) পরিস্থিতি একটি চূড়ান্ত প্রকৃতি এবং প্রবণতার হওয়া উচিত;

(৪) প্রমাণ করা ছাড়া তাদের প্রতিটি সম্ভাব্য অনুমান বাদ দেওয়া উচিত; এবং

(৫) অভিযুক্তের নির্দোষতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ উপসংহারের জন্য কোনও যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি না রেখে প্রমাণের একটি সম্পূর্ণ শৃঙ্খলা থাকতে হবে এবং অবশ্যই দেখাতে হবে যে সমস্ত মানবিক সম্ভাবনায় কাজটি অবশ্যই অভিযুক্ত দ্বারা করা হয়েছিল।

উপরোক্ত পরীক্ষাগুলিকে যথাযথভাবে "পারিপার্শ্বিক মামলাগুলিতে প্রমাণের পঞ্চশীল" হিসাবে উল্লেখ করা হয় (প্রকাশ বনাম রাজস্থান রাজ্য, এ. আই. আর ২০১৩ এস. সি ১৪৭৪ উল্লেখ করুন) প্রত্যাশা করা হয় যে প্রসিকিউশনের মামলাটি বাস্তব পরিস্থিতি এবং তার অনুমানগুলির যত্ন সহকারে চিত্রায়ন এবং একটি একক অনুমানের সাথে তাদের সামঞ্জস্যতা প্রতিফলিত করা উচিত যেখানে সমস্ত মধ্যবর্তী তথ্য এবং মামলা নিজেই যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বাইরে প্রমাণিত হয়।

৩৯. পারিপার্শ্বিক প্রমাণ হল সেইসব তথ্য, যা আদালত আরও অনুমান করতে পারে, প্রত্যক্ষ প্রমাণ এবং পরিস্থিতিগত প্রমাণের মধ্যে একটি সম্পূর্ণ বৈপরীত্য রয়েছে। পরিস্থিতিগত প্রমাণের ক্ষেত্রে, আদালতকে উপলব্ধ প্রমাণ থেকে অনুমান করতে বলা হয়, যা অভিযুক্তের অপরাধের দিকে নিয়ে যেতে পারে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, অপরাধের অনুমান সাধারণত মামলাটি তার সূচনা থেকে কমিশন বিন্দু পর্যন্ত স্থাপন করে আঁকা হয় যেখানে প্রতিটি সত্যিকারের যোগসূত্র শেষ পর্যন্ত কোনও তথ্যের প্রমাণ বা তার একটি অনুমানের উপর ভিত্তি করে হয়। অতএব, আদালতগুলিকে প্রথমে তথ্যগুলি চিহ্নিত করতে হবে যাতে 'চেইন লিঙ্ক তত্ত্ব'-এর মাপকাঠির মধ্যে মামলাটি খাপ খায় এবং তারপর দেখতে হবে যে মামলাটি যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বাইরে তৈরি করা হয়েছে কিনা। ভারতে আমরা হনুমন্ত মামলা (উপরে) থেকে দীর্ঘ সময় ধরে 'চেইন লিঙ্ক তত্ত্ব' অনুসরণ করেছি, যা অবশ্যই এখানেও অনুসরণ করা দরকার,

৪০। আমাদের বিশ্লেষণ করার আগে আমাদের পাঁচটি দিক এবং মামলার উপর তাদের প্রভাব বিবেচনা করতে হবে। পরিস্থিতিগত প্রমাণের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। শিবাজী জেনু মোহিতে বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য, এ. আই. আর ১৯৭৩ এস. সি ৫৫-

"যদি প্রসিকিউশন কোনও প্ররোচনামূলক উদ্দেশ্য আবিষ্কার করতে সক্ষম না হয়, যা কোনও সাক্ষীর বিশ্বাসযোগ্যতার উপর প্রতিফলিত করতে পারে না যা নির্ভরযোগ্য প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে প্রমাণিত হয়। উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রমাণ, কোনও সন্দেহ নেই,

পরিস্থিতিগত প্রমাণের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল মামলাগুলিতে এটি অনেক দূর এগিয়ে যায়। এই ধরনের প্রমাণ পরিস্থিতিগত প্রমাণের শৃঙ্খলে একটি লিঙ্ক তৈরি করবে। কিন্তু যেখানে বিশ্বাসযোগ্যতার প্রত্যক্ষদর্শী রয়েছে, সেখানে তা হবে না, যদিও এমনকি যদি এই ধরনের ক্ষেত্রে কোনও উদ্দেশ্য সঠিকভাবে প্রমাণিত হয়, তাহলেও এই ধরনের প্রমাণ রাষ্ট্রপক্ষ মামলাকে শক্তিশালী করবে এবং আদালতকে তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে শক্তিশালী করবে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে যদি উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহলে প্রত্যক্ষদর্শীর প্রমাণ অবিশ্বস্ত করা হবে। “

এই ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যটির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে কারণ এই মামলাটি পরিস্থিতিগত প্রমাণের উপর ভিত্তি করে, এখানে উদ্দেশ্যটি মধ্যবর্তী তথ্য/পরিস্থিতিগুলির মধ্যে একটি গঠন করে। এই ক্ষেত্রে, চন্দর ভানকে (মৃত) হত্যার উদ্দেশ্য ছিল বেগ রাজের পুত্র ধর্মপালের উপর একটি মিথ্যা মামলা চাপিয়ে দেওয়া। যদি উদ্দেশ্যটি মিথ্যা মামলা চাপিয়ে দেওয়া হয়, তবে এটি বিশ্বাস করা বেশ অদ্ভুত যে অভিযুক্তরা নির্বাচনে পরাজয়ের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তাদের নিজের (মহা সিংয়ের সমর্থক) হত্যার মাত্রা পর্যন্ত গিয়েছিল। এমনকি যদি উদ্দেশ্যটি প্রমাণ করার জন্য নেওয়া হয়, তবে এটিও অভিযুক্তদের দোষ প্রমাণ করার জন্য কেবল একটি পরিস্থিতি গঠন করে।

৪১ . সাক্ষীদের বিশ্বাসযোগ্যতা, যার উপর রাষ্ট্রপক্ষ মূলত নির্ভর করে পরিস্থিতিগত প্রমাণের ভিত্তিতে মামলাটি প্রমাণ করার জন্য। এই ক্ষেত্রে পিডব্লিউ-১৩ (মৃত ব্যক্তির স্ত্রী)-এর প্রমাণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তার বক্তব্যগুলি যত্ন সহকারে মূল্যায়ন করা উচিত। উপরে উল্লিখিত বিবৃতিগুলি স্পষ্টভাবে চিত্রিত করে যে বিবৃতিগুলিতে বস্তুগত উন্নতি ছিল, যা তার বক্তব্যকে অবিশ্বস্ত এবং সন্দেহজনক করে তোলে। ক্রস পরীক্ষার সময় যে প্রতিশোধমূলক বিবৃতি দেওয়া হয়েছিল, তা স্পষ্টভাবে আমাদের তার সাক্ষ্যকে বিবেচনায় নিতে বাধা দেয়। স্ত্রী এবং অভিযুক্ত আবেদনকারীদের মধ্যে পূর্ব শত্রুতা ছিল বলে কোনও বিতর্ক নেই, যা তার বক্তব্যকে অবিশ্বস্ত করে তোলে। তার প্রমাণ থেকে জানা যায় যে, যদিও সে জানত যে তার স্বামীকে কাউকে গুলি করার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তবুও সে চুপ করে ছিল এবং তার স্বামীকে অভিযুক্তের সাথে যেতে বাধা দেয়নি। এই ধরনের আচরণ সন্দেহজনক হবে কারণ এটি কোনও আত্মবিশ্বাসকে অনুপ্রাণিত করার জন্য স্বাভাবিক মানুষের আচরণের সাথে খাপ খায় না।

৪২, যদিও এই আদালত বেশ কয়েকবার পুনর্ব্যক্ত করেছে যে, মৃত ব্যক্তির সঙ্গে নিছক সম্পর্ক একজন সাক্ষীকে অসম্মান করার জন্য যথেষ্ট হবে না, বর্তমান পরিস্থিতিতে এটা স্পষ্ট যে, অভিযুক্তদের মধ্যে পূর্বের শত্রুতার কারণে স্ত্রী একজন আগ্রহী সাক্ষী ছিলেন। অতএব,

[বিচারপতি এন.ভি রমনা]

আমাদের বিবেচনা করা মতামত যে উপরোক্ত সাক্ষী আমাদের উপর নির্ভর করার জন্য আত্মবিশ্বাসকে অনুপ্রাণিত করে না,

৪৩. পিডব্লিউ-১৪ (উমেদ সিং)-এর সাক্ষ্যে আসা যাক, প্রতিরক্ষা পক্ষ কিছু দ্বন্দ্ব এবং উন্নতির বিষয়ে উপরোক্ত সাক্ষীকে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছে, যা আমাদের বিবেচনার প্রয়োজন। শুরুতে, তারা হিসারে পূর্বোক্ত সাক্ষীর উপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে, কারণ তার একটি সুযোগ সাক্ষী হওয়ার সত্যতা প্রশ্নবিদ্ধ। অভিযুক্ত-আবেদনকারীর ছদ্মবেশী প্রবীণ আইনজীবী কঠোরভাবে যুক্তি দেখিয়েছেন যে, পিডব্লিউ-১৪ একটি সুযোগ সাক্ষী, এবং দাবি করেছেন যে তার বক্তব্যের উপর খুব বেশি নির্ভরতা রাখা যাবে না।

৪৪, সাধারণত, সুযোগ সাক্ষী, যিনি প্রাসঙ্গিক সময়ে নামযুক্ত স্থানে যুক্তিসঙ্গতভাবে তার উপস্থিতি ব্যাখ্যা করেন, তাকে বিবেচনা করা যেতে পারে এবং যথাযথ সম্মান দেওয়া উচিত, যদি তার সংস্করণ আত্মবিশ্বাসকে অনুপ্রাণিত করে এবং এটি আশেপাশের পরিস্থিতি দ্বারা সমর্থিত হয়। তবুও, একটি সুযোগ সাক্ষীর প্রমাণের জন্য খুব সতর্ক এবং ঘনিষ্ঠ তদন্তের প্রয়োজন। একজন সুযোগ সাক্ষীকে অবশ্যই ঘটনার জায়গায় তার উপস্থিতির পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা দিতে হবে [উল্লেখ করুন সতবীর বনাম সুরাট সিং, (১৯৯৭) ৪ এসসিসি ১৯২; হরজিন্দর সিং বনাম পাঞ্জাব রাজ্য, (২০০৪) ১১ এসসিসি ২৫৩]। ঘটনার জায়গায় যার উপস্থিতি সন্দেহজনক রয়ে গেছে এমন একটি সুযোগ সাক্ষীর জবানবন্দি বাতিল করা উচিত [উল্লেখ করুন শঙ্করলাল বনাম রাজস্থান রাজ্য, (২০০৪) ১০ এসসিসি ৬৩২]। ঘটনার পরের ঘটনা সাক্ষীটির আচরণও বিশেষভাবে বিবেচনা করা যেতে পারে যে সে গ্রামের অন্য কাউকে এই ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করেছে কিনা। [থাঙ্গাইয়া বনাম তামিলনাড়ু রাজ্য, (২০০৫) ৯ এস. সি. সি ৬৫০ দেখুন।

৪৫. উল্লেখ করা যেতে পারে যে, (পিডব্লিউ-১৪) কেন এত ভোরে ব্রিস্টল কারাগারের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন তা ব্যাখ্যা করেননি, শীতের চরম দিনে, যখন গ্রামে প্রথম বাসটি সকাল ৭টায় ছিল। উপরন্তু, এটি সন্দেহজনক যে এ-৩ অটো-রিকশায় ভ্রমণ করার সময় একটি বন্দুক দেখিয়েছিল। এটি সন্দেহজনক যে, হিসার-এ চন্দর ভানকে হত্যা করা হয়েছে জানতে পেরেও, পিডব্লিউ-১৪ কাউকে জানায়নি যে সে সকালে অভিযুক্ত-আপিলকারীর সাথে মৃত ব্যক্তিকে হিসার-এর দিকে যাত্রা করতে দেখেছিল। প্রকৃতপক্ষে, এটা অবিশ্বাস্য যে উত্তর ভারতের শীতের চরম সময়ে একজন মানুষ সকাল ৪টায় একটি বাসের জন্য অপেক্ষা করবে, যা সকাল ৭টায় ছাড়ার কথা। 'এই সন্দেহজনক পরিস্থিতি পিডব্লিউ-১৪-এর সাধারণ বিশ্বাসযোগ্যতাকে অস্বীকার করে। অতএব, এই আদালত এই সাক্ষীর প্রমাণকে বিশ্বাসযোগ্য বলে গ্রহণ করতে পারে না।

৪৬। এখন জিল সিং (পিডব্লিউ-১৬)-এর প্রমাণের দিকে আসা যাক। তিনি বর্ণনা করেছেন যে তিনজন অভিযুক্ত তাঁর সাথে বাস স্টপে দেখা করেছিল, যখন তারা পৃথকভাবে তাদের অপরাধ স্বীকার করেছিল। আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে তার বিবৃতিগুলি নিম্নলিখিত অস্পষ্ট সন্দেহের সাথে জড়িত-

ক. বাসস্ট্যান্ড থেকে থানা পর্যন্ত স্বীকারোক্তির পর, জিলে সিং (পিডব্লিউ-১৬) অভিযুক্তদের সাথে ছিলেন।

খ. অভিযুক্তকে বাস স্ট্যান্ডে উপস্থিত পুলিশ কর্মীদের কাছে না নিয়ে যাওয়া।

গ. থানায় তার উপস্থিতি সন্দেহজনক কারণ এই বিষয়ে আই.ও. ভীম সিং (পিডব্লিউ-১৫) জিলে সিং (পিডব্লিউ-১৬)-এর সাথে বিরোধিতা করেছেন।

ঘ. যে থানায় কোনও নথিতে জিল সিং (পিডব্লিউ-১৬)-এর স্বাক্ষর নেই।

এই পরিস্থিতির আলোকে, এই সাক্ষীর বিবৃতি বিবেচনা করার ক্ষেত্রে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে

৪৭, এখন আমাদের জিল সিং (পিডব্লিউ-১৬)-এর আগে সহ-অভিযুক্তদের কথিত স্বীকারোক্তির প্রাসঙ্গিকতার দিকে মনোনিবেশ করা দরকার। রে পেরিয়াস্বামী মূপান, এ. আই. আর ১৯৩১ ম্যাড. ১৭৭-এ, বিচারপতি রেইলি পর্যবেক্ষণ করেছেন "যেখানে সহ-অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে, যদি বিশ্বাস করা হয়, তার দোষী সাব্যস্তকরণকে সমর্থন করুন, তাহলে ধারা ৩০-এ বর্ণিত স্বীকারোক্তি প্রমাণটি বিশ্বাস করার জন্য একটি অতিরিক্ত কারণ হিসাবে স্কেলের মধ্যে নিক্ষেপ করা যেতে পারে। "অতএব, সহ-অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পূর্বোক্ত বিচারবহির্ভূত স্বীকারোক্তিটি বিবেচনা করা দরকার যদি এটি এক হয়, কেবলমাত্র যদি রেকর্ডে থাকা অন্যান্য স্বাধীন প্রমাণগুলি প্রসিকিউশনের মূল ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে থাকে। এর স্বীকারোক্তি যখন আশেপাশের পরিস্থিতি অসম্ভব এবং সন্দেহের সৃষ্টি করে, তখন সহ-অভিযুক্তকে শুধুমাত্র একজন ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করার জন্য ব্যবহার করা যাবে না। [হরিচরণ কুর্মিভ দেখুন। বিহার রাজ্য, এআইআর ১৯৬৪ এসসি ১১৮৪]। যেহেতু সহ-অভিযুক্তের স্বীকারোক্তি দুর্বল প্রমাণ, তাই আমাদের বিবেচনা করতে হবে যে অন্যান্য পরিস্থিতি রাষ্ট্রপক্ষের মামলা প্রমাণ করে কিনা।

৪৮. আদর্শ নগর, হিসারে একটি বাড়ি থেকে পেলেট উদ্ধার হওয়ার বিষয়ে, আপিলকারী অভিযুক্তের পক্ষে উপস্থিত মাননীয় জ্যেষ্ঠ আইনজীবীর যুক্তি হল যে, এফএসএল রিপোর্ট, যা অভিযুক্ত এ – ৩ স্বীকারোক্তি থেকে উদ্ধার হওয়া বন্দুক থেকে পেলেট নিক্ষেপের সম্ভাবনা নির্দেশ করে, তা গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ রিপোর্ট প্রস্তুতকারী ব্যক্তিকে জেরা করা হয়নি—যা কিছুটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এফএসএল প্রতিবেদন্ টি

[বিচারপতি এন.ভি রমনা]

প্রমাণের অংশ গঠন করে, যা নির্দেশ করে যে অপরাধটি আদর্শ নগর, হিসারের বাড়িতে ঘটেছিল এবং এ-৩-এর অন্তর্গত ০.১৫ বোরের বন্দুকটি এর জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল। রাষ্ট্রপক্ষ প্রতিবেদনের লেখককে পরীক্ষা করবে বলে আশা করা হয়েছিল, এবং এটি পরীক্ষা না করা হাতে থাকা মামলায় একটি মারাত্মক ত্রুটি। উপরন্তু, 'ঘটনার' দৃশ্যে কোনও রক্ত বা পায়ের চিহ্ন পাওয়া যায়নি, যা পিডব্লিউ-৮-এর প্রমাণ থেকে স্পষ্ট।

৪৯। আবেদনকারীর পক্ষে বিদ্বান প্রবীণ কৌঁসুলি দ্বারা নির্দেশিত শেষ পরিস্থিতিটি হ 'ল, যদি অভিযুক্ত-আবেদনকারীর উদ্দেশ্য প্রকৃতপক্ষে মৃত ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়, তবে কেন তারা তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবে, তিনি এই যুক্তিটি প্রসারিত করেছেন, এটি চিত্রিত করার জন্য যে অভিযুক্তের কখনও মৃত ব্যক্তিকে হত্যা করার ইচ্ছা ছিল না। কেন অভিযুক্ত দ্বারা এই ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হবে এবং একজন জীবিত ব্যক্তিকে, যাকে গুলি করা হয়েছিল, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ঝুঁকি নেওয়া হবে তা রাষ্ট্রের যুক্তি যে এটি বিকৃত অপরাধীদের একটি পৈশাচিক কাজ ছিল, রেকর্ডে উপলব্ধ প্রমাণের সাথে খাপ খায় না।

৫০. বিভিন্ন পরিস্থিতির উপর উপরোক্ত আলোচনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে, আমরা এখন মধ্যবর্তী পরিস্থিতিগুলি চিহ্নিত করতে পারি, যা থেকে আমাদের অপরাধবোধ অনুমান করার আহ্বান জানানো হয়-

১) ১৫.১২.১৯৯৪ তারিখে, একটি স্থানীয় নির্বাচন ছিল, যেখানে প্রধান প্রার্থী ছিলেন মহা সিং এবং বেগ রাজের পুত্র ধর্মপাল,

২.) চন্দর ভান (মৃত) মহা সিংহের নির্বাচনী প্রতিনিধি এবং সমর্থক ছিলেন।

৩.) নির্বাচনের দিন, দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে লড়াই হয়েছিল, যেখানে মহা সিং এবং একজন দরিয়ার বিরুদ্ধে বেগ রাজের পুত্র ধর্মপালের সমর্থকদের দিকে বন্দুকের গুলি চালানোর অভিযোগ আনা হয়েছিল

৪) মহা সিং নির্বাচনে হেরে যান, যা অভিযুক্ত দলের পাশাপাশি মৃতদেরও জানা ছিল।

৫) যে সোভাত সিং [এ-২], নানক রামের পুত্র ধর্মপাল [এ-১] এবং চন্দর ভান (মৃত), ১৫ শতাংশ ১৬ "মধ্যরাতে দেখা করেছিলেন।

৬.) হিসারের কাছে, ঘটনার সময় চাঁদের ভানকে অভিযুক্তের সাথে যেতে দেখা গেছে। [সন্দেহজনক সত্যতা]

৭.) আহত চন্দর ভান বেঁচে ছিলেন যখন তাঁকে সোভাত সিং [এ-১] এবং ধর্মপাল [এ-২] দ্বারা হিসারের হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়।

৮.) চন্দর ভানের শরীরে পঞ্চাশটিরও বেশি প্রাক-ময়নাতদন্ত বন্দুকের গুলির ক্ষত পাওয়া গেছে।

৯.) আদর্শ নগরের একটি পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে বন্দুক ও গুলি উদ্ধার করা হয়েছে।

১০.) ২৫.১২.১৯৯৪-এ জিল সিং-এর সামনে নথিভুক্ত বিচারবহির্ভূত স্বীকারোক্তি।

৫১. উপরোক্ত পরিস্থিতি থেকে, আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে প্রসিকিউশন দ্বারা প্রচারিত অনুমানটি যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বাইরে প্রমাণিত হয়েছে বলে বলা যায় না, কারণ প্রসিকিউশন গল্পে আপাত ফাঁক রয়েছে, যা অসম্পূর্ণ বা অপর্যাপ্তভাবে প্রমাণিত হয়েছে। লাতেশ বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য, এ. আই. আর ২০১৮ এস. সি ৬৫৯-এ, এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছিল যে 'যখন আপনি তথ্যগুলি বিবেচনা করেন, তখন আপনার যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ থাকে যে বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে কিনা বা এটি এই অর্থে যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ নয় কিনা। সন্দেহের যৌক্তিকতা অবশ্যই একটি ব্যবহারিক হতে হবে এবং একটি বিমূর্ত তাত্ত্বিক অনুমানের উপর নয়। যৌক্তিকতা এমন একটি গুণ যা অত্যধিক সতর্কতা এবং সন্দেহের প্রতি অত্যধিক উদাসীনতার মধ্যে একটি গড় হিসাবে গঠিত হয়। এই প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা স্বীকার করি যে এমন কোনও সরাসরি প্রমাণ নেই যা প্রসিকিউশনকে স্পষ্টভাবে প্রমাণ করতে পরিচালিত করে যে মৃত ব্যক্তিকে হিসারের আদর্শ নগরে গুলি করা হয়েছিল। এমনকি যে পরিস্থিতিগত প্রমাণও দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যেও ব্যবধান রয়েছে। উপরের বর্ণনায়, অভিযুক্তের গ্রাম ছেড়ে যাওয়ার সময় এবং অভিযুক্ত-আবেদনকারীদের হিসারের হাসপাতালে দেখা যাওয়ার মধ্যে একটি বড় বিরতি রয়েছে। মধ্যবর্তী তথ্যগুলি নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় না, বা সম্পূর্ণ মামলাটি যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বাইরে প্রতিষ্ঠিত হয় না।

৫২. আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে, কোনও ফৌজদারি মামলার প্রতিটি থালাসকে তদন্তকারী ও বাদী কর্তৃপক্ষকে কিছুটা গুরুত্বের সঙ্গে নিতে হয়, যখন এই ধরনের কোনও মামলার কথা আসে। আমরা এই বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন যে এই ঘটনায় একজন ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে এবং পূর্বোক্ত পর্বের কোনও চূড়ান্ততা নেই কারণ এটি বিভিন্ন উত্তরহীন প্রশ্নের সাথে শেষ হয়, যা শৃঙ্খলাবদ্ধ তদন্ত ও বিচারের অভাবের দিকে আঙুল তোলে। যদিও তদন্ত চলাকালীন সংঘটিত ছোটখাটো ত্রুটির জন্য আদালত অভিযুক্তদের সন্দেহের সুবিধা দিতে পারে না, তবুও আমরা তদন্তের ত্রুটিগুলির প্রতি চোখ বন্ধ করে রাখতে পারি না যা বিষয়টির মূলে যায়।

৫৩. এখন, ২০১২ সালের ১৪৫৮ নম্বর ফৌজদারি আপিল (১৯৯৭ সালের ৯৭ নম্বর দায়রা বিচারে ১৯৯৭ সালের ৬২ নম্বর দায়রা মামলা)-এ ধরমবীর, উমেদ সিং এবং বেগম রাজের পুত্র ধর্মপালের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলায় আসা যাক। রাষ্ট্রপক্ষ পিডব্লিউ-১ (ড. আর. এস. বিষ্ণোই), পিডব্লিউ-২ (ড. সুরেন্দ্র সিং), পিডব্লিউ-৩ (এএসআই-জগবীর সিং), পিডব্লিউ-৪ (শোভত সিং [এ-১]) এবং পিডব্লিউ-৫ (নানক রামের পুত্র ধর্মপাল [এ-২]) পরীক্ষা করেছিল।

ডিফেন্স ডিডব্লিউ-১ (কমলা), ডিডব্লিউ-২ (উমেদ সিং), ডিডব্লিউ-৩ (জিল সিং), ডিডব্লিউ-৪ (মেওয়া সিং) এবং ডিডব্লিউ-এস (ভীম সিং) কে নেতৃত্ব দিয়েছিল।

৫৪, আমরা এই মামলায় নীচের আদালতের যুক্তি বিবেচনা করেছি, যা আমরা গ্রহণ করি। যদিও এই মামলাটি সরাসরি প্রমাণের মামলা হিসাবে তৈরি করা হয়েছিল, তবে অভিযুক্ত-আবেদনকারীর বিবৃতিতে কোনও বিশ্বাসযোগ্যতা নেই যেমন আশেপাশের পরিস্থিতি দেখিয়েছে, যেমনটি ইতিমধ্যে রায়ের পূর্ববর্তী অংশে নির্দেশিত হয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে। আমরা প্রমাণের সুবর্ণ নিয়মটি লক্ষ্য করতে পারি যে "পুরুষরা মিথ্যা বলতে পারে, কিন্তু পরিস্থিতি তা করে না", যা এই ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে প্রযোজ্য। অতএব, আমরা অন্যান্য আবেদনে অভিযুক্ত-আবেদনকারীর বর্ণনাকেও সত্যের সুসমাচার হিসাবে গ্রহণ করতে পারি না,

৫৫. উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা ২০১২ সালের ফৌজদারি আপিল নং () অনুমোদন করি এবং একই সঙ্গে ১৯৯৫ সালের ২২ নং দায়রা বিচারে ১৯৯৫ সালের ৬০ নং দায়রা মামলায় বিচার আদালত কর্তৃক প্রদত্ত দোষী সাব্যস্তকরণ ও শাস্তি বাতিল করে দিই এবং ২০১২ সালের ১৪৫৮ নং ফৌজদারি আপিল খারিজ করে দিই।

দেবিকা গুজরাল আপিল নিষ্পত্তি হয়েছে

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

Shyamal Gupta